পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে

২ ডিসেম্বর ২০২৫

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে ২ ডিসেম্বর ২০২৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে ২ ডিসেম্বর ২০২৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে ২ ডিসেম্বর ২০২৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে ২ ডিসেম্বর ২০২৫
২ ডিসেম্বর ২০২৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে ২ ডিসেম্বর ২০২৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে ২ ডিসেম্বর ২০২৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে ২ ডিসেম্বর ২০২৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে
২ ডিসেম্বর ২০২৫

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে ॥ ২ ডিসেম্বর ২০২৫

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক ২ ডিসেম্বর ২০২৫
জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত।

শুভেচ্ছা মূল্য : ৫০.০০ টাকা

Parbatya Chattagram Chukti Bastabayan Prasange ॥ 2 December 2025

published by Information and Publicity Department of
Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti (PCJSS) on
2 December 2025 from its Central Office
Kalyanpur, Rangamati, Chittagong Hill Tracts, Bangladesh.
Telefax: +88-02333371927, E-mail: pcjss.org@gmail.com, pcjss.info@gmail.com
Web: www.pcjss.org

Price : Tk. 50.00 only

পূর্বকথা

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বিগত এক বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো: তৌহিদ হোসেনকে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মুহাম্মদ আব্দুল হাফিজ'কে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর প্রায় ৫ মাস অতিক্রান্ত হলেও সভার সিদ্ধান্তবলী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন অগ্রগতি নেই।

অপরদিকে ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর গত ১৯ অক্টোবর ২০২৫ কমিশনের সভা আহ্বান করা হয়। কিন্তু সেনামদদপুষ্ট সেটেলার বাঙালিদের ছাত্র সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র পরিষদ (পিসিসিপি)-এর হরতালের হুমকিতে কমিশনের উক্ত সভাটি স্থগিত করা হয়। শুধু তাই নয়, গত ২২ অক্টোবর ২০২৫ ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের ১২তম সভা আহ্বান করা হলে সেটেলারদের হুমকিতে উক্ত সভাও স্থগিত করা হয়। এভাবেই পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ নেয়া হলে রাষ্ট্রযন্ত্রের মদদে বাঙালি সেটেলার ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীকে লেলিয়ে দিয়ে চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করা হয়।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর ২৮ বছর অতিক্রান্ত হলেও চুক্তির মৌলিক বিষয়সহ চুক্তির দুই-তৃতীয়াংশ ধারা অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়েছে। চুক্তির অবাস্তবায়িত মৌলিক বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে–

১। পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের জন্য আইনী ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

২। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থার অধীনে প্রতিষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, বন ও পরিবেশ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি ন্যস্ত করা;

৩। নির্বাচন বিধিমালা ও ভোটার তালিকা বিধিমালা প্রণয়ন ও স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ পূর্বক তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা;

৪। পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য পুলিশ বাহিনী গঠন করা;

৫। ভূমি কমিশনের মাধ্যমে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করে জুম্মদের বেহাত হওয়া জায়গা-জমি ফেরত দেয়া এবং এলক্ষ্যে ভূমি কমিশনের বিধিমালা প্রণয়ন করা;

৬। অস্থানীয়দের নিকট প্রদত্ত সকল ইজারা বাতিল করা;

৭। 'অপারেশন উত্তরণ'সহ পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা;

৮। ভারত-প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের জমিজমা প্রত্যর্পণ পূর্বক তাদেরকে যথাযথ পুনর্বাসন করা;

৯। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল চাকরিতে পাহাড়িদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ দেয়া;

১০। পার্বত্য চুক্তির সাথে সঙ্গতি বিধানকল্পে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য সকল আইন, বিধি ও প্রবিধান সংশোধন করা;

১১। জুম্মদের জায়গা-জমি থেকে সেটেলার বাঙালিদের সরিয়ে নিয়ে সমতল জেলায় পুনর্বাসন দেওয়া।

পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরকারী আওয়ামীলীগ সরকার চুক্তি স্বাক্ষরের অব্যবহিত পরে পৌনে চার বছর এবং ২০০৮ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে পুনরায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসার পর ১৬ বছরের মেয়াদকালে চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়নে এগিয়ে আসেনি। একের পর এক প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে আওয়ামীলীগ সরকার চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে কেবল বুলিতে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। ড. মোহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকারও ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামীলীগ সরকারের মতো চুক্তি বাস্তবায়নে কালক্ষেপণ করে চলেছে। বৈষম্যবিরোধী চেতনা, গণতন্ত্র ও সমানাধিকার, অনিয়ম ও দুর্নীতির বিলোপ, ন্যায়বিচার ও জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠাসহ ইতিবাচক সংস্কারের মধ্য দিয়ে নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থা বিনির্মাণের অঙ্গীকারের আলোকে অন্তর্বর্তী সরকারের যাত্রা শুরু হলেও বিগত ১৫ মাসেও পার্বত্য অঞ্চলে সেই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে দৃশ্যমান নয়।

সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধান না করে ব্যাপক সামরিকায়ণ করে ফ্যাসীবাদী কায়দায় দমন-পীড়নের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের নীতি গ্রহণ করে। পিসিজেএসএস-সহ চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনরত সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে 'সন্ত্রাসী', 'বিচ্ছিন্নতাবাদী', 'অবৈধ অস্ত্রধারী' হিসেবে তকমা দিয়ে ক্রিমিনালাইজ করা, মিথ্যা মামলা দায়ের করা, গ্রেফতার করে জেলে প্রেরণ করা, অমানুষিক মারধর ও হয়রানি ইত্যাদি দমন-পীড়ন চালাতে থাকে। তারই অংশ হিসেবে এই অন্তর্বর্তী সরকারের এক বছরের মাথায় ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে খাগড়াছড়ি-দীঘিনালা-রাঙ্গামাটিতে এবং ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে খাগড়াছড়ি- গুইমারায় নৃশংস সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়েছে। সর্বশেষ খাগড়াছড়ি-গুইমারা সাম্প্রদায়িক হামলায় সেনাবাহিনীর গুলিতে তিনজন জুম্ম যুবক নিহত হয় এবং সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে সেটেলার কর্তৃক জুম্মদের শতাধিক দোকানপাট ও ঘরবাড়ি অগ্নিসংযোগ করা হয়। পূর্বের সাম্প্রদায়িক হামলাগুলোর মতো উক্ত সাম্প্রদায়িক হামলাগুলোতে জড়িত ব্যক্তিদের কাউকেই আইনের আওতায় আনা হয়নি এবং উক্ত ঘটনার যথাযথ বিচার নিশ্চিত করা হয়নি। এভাবেই একের পর এক সরকারের অধীনে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ চরম অনিশ্চয়তা, আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিনাতিপাত করতে বাধ্য হচ্ছে।

বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই। দীর্ঘ আড়াই দশক ধরে রক্ত-পিচ্ছিল সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পার্বত্যবাসীর অধিকার সনদ এই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অর্জিত হয়েছে। এই চুক্তিকে বাস্তবায়িত না করার যে কোন ষড়যন্ত্র এবং জুম্ম জনগণের এই চুক্তি বাস্তবায়নের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ফ্যাসীবাদী কায়দায় দমন-পীড়নের যে কোন চক্রান্ত দেশের বৃহত্তর স্বার্থে কখনোই শুভ ফল বয়ে আনতে পারে না। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের স্বার্থে চুক্তি-পরিপন্থী ও জুম্ম স্বার্থ বিরোধী যে কোন ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করতে জনসংহতি সমিতি বরাবরের মতো সদা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৮/০৯/২০২২ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত/অবাস্তবায়িত চুক্তিসমূহ পর্যালোচনা ও পরবর্তী করণীয় বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে গঠিত 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মূল্যায়ন, অগ্রগতি ও পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি'র বক্তব্য এবং তৎপ্রেক্ষিতে জনসংহতি সমিতির মতামত

২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে ৪টি খন্ড রয়েছে। প্রথম খন্ড 'ক' সাধারণ-এ ৪টি ধারা রয়েছে। দ্বিতীয় খন্ড 'খ' অনুযায়ী পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের ৭৯টি ধারার মধ্যে ৩৫টি ধারা সংশোধন করা হয় ও ৪৪টি ধারা বহাল রাখা হয়। তৃতীয় খন্ড 'গ' পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ-এ ১৪টি ধারা রয়েছে এবং অন্যান্য ধারা ও উপ-ধারা পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের অনুসরণে সন্নিবেশিত হবে মর্মে বিবৃত হয়। চতুর্থ খন্ড 'ঘ' সাধারণ ক্ষমা, পুনর্বাসন ও অন্যান্য বিধানাবলীতে ১৯টি ধারা সন্নিবেশিত হয়। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন বলতে চুক্তির প্রথম খন্ডে অন্তর্ভুক্ত বিধানাবলী, দ্বিতীয় খন্ড অনুযায়ী বর্ণিত সংশ্লিষ্ট অভিযোজনসহ পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৮৯ এর বিধানাবলী, তৃতীয় খন্ড অনুযায়ী প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এর বিধানাবলী এবং চতুর্থ খন্ডে অন্তর্ভুক্ত বিধানাবলী বাস্তবায়নকে বুঝায়।

'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি মূল্যায়ন, অগ্রগতি ও পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি' কর্তৃক ২৫/১১/২০২২ তারিখের সভায় প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন অনুসারে পার্বত্য চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ৬৫টি ধারা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত ও ৩টি ধারা আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ৪টি ধারার বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মতে, ৭২টি ধারার মধ্যে মাত্র ২৫টি ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে, অবশিষ্ট ২৯টি ধারা সম্পূর্ণভাবে অবাস্তবায়িত এবং সরকার এসব ধারা লঙ্ঘন করে চলেছে। অবশিষ্ট ১৮টি ধারা আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে। নিম্নে চুক্তি বাস্তবায়ন সম্পর্কে সরকারের সর্বশেষ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে জনসংহতি সমিতির মতামত তুলে ধরা হলো।

ধারা	চুক্তির বিষয়	বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের সর্বশেষ বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
ক. সাধারণ			
ক.১.	উভয় পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করিয়া এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন।	**বাস্তবায়িত।** সরকারের রূপকল্প ভিশন ২০২১ এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপরেখা দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে ২৩ক উপ-অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের উপজাতি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, জাতিসত্তাসমূহের ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ও সংরক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।	**অবাস্তবায়িত।** চুক্তির এ বিধান সুনিশ্চিতকরণে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি, পাহাড়ি অধিবাসীদের ভূমি অধিকার সংরক্ষণ, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ পাহাড়ি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন, অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দার সংজ্ঞা নির্ধারণ, স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন প্রভৃতি অদ্যাবধি বাস্তবায়ন হয়নি। উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির দাবির প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক তৎকালীন চীফ হুইপ জনাব আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিদলকে বারংবার জানান যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কথা দিয়েছেন যে উনিশ্শো আশি দশকে পুনর্বাসিত সেটেলারদেরকে সমতল অঞ্চলে পুনর্বাসন দেয়া হবে। তবে বিশেষ কারণে তা চুক্তিতে উল্লেখ করা যাবে না। সেই সূত্রে ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের পর জনসংহতি সমিতির সভাপতির নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদলের নিকট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত ও আশ্বাস প্রদান করেন। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে ২৩ক উপ-অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের উপজাতি, জাতিসত্তা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি বিকাশ ও সংরক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে বলে সরকার কর্তৃক যে বক্তব্য পেশ করা হয় তা যথাযথ নয়। উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণকল্পে (১) সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল বিভিন্ন ভাষা-ভাষী উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল মর্মে সংবিধিবদ্ধ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা, (২) সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদের ৪ উপ-অনুচ্ছেদে “নারী বা শিশুদের অনুকুলে কিংবা নাগরিকদের অনগ্রসর অংশের” শব্দসমূহের অব্যবহিত পরে ‘বা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনগ্রসর পাহাড়িদের’ শব্দসমূহ সংযোজন করা, (৩) উনিশ্শো আশি দশকে পুনর্বাসিত সেটেলারদেরকে সমতল জেলাগুলোতে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা এবং (৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন অপরিহার্য। কিন্তু অদ্যাবধি সরকার সেসব বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।
ক.২.	উভয়পক্ষ এই চুক্তির আওতায় যথাশীঘ্র ইহার বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐক্যমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন আইন মোতাবেক করা হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত করিয়াছেন।	**বাস্তবায়িত।** তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ পার্বত্য চুক্তির ধারা মতে সংশোধন করা হয়েছে।	**অবাস্তবায়িত।** ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন প্রণীত হয়েছে। জাতীয় সংসদে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১ সংশোধনকল্পে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০১৬ পাশ হয়েছে। তবে ভূমি কমিশনের বিধিমালা এখনো প্রণীত হয়নি। চুক্তির উক্ত বিধান কার্যকর করার জন্য ১৮৬১ সালের পুলিশ এ্যাক্ট, পুলিশ রেগুলেশন, ১৯২৭ সালের বন আইন ও ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশনসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য অন্যান্য আইন (আইন, বিধিমালা, আদেশ, পরিপত্র, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মবন্টন বা Allocation of Business

ধারা	চুক্তির বিষয়	বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের সর্বশেষ বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
ক. সাধারণ			
			ইত্যাদি) সংশোধন করা অপরিহার্য। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক বেশ কতিপয় আইন, বিধি ও পরিপত্র সংশোধন করার জন্য সুপারিশমালা পেশ করা হলেও সরকার কর্তৃক আজ অবধি কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। এ বিধান 'সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত' হয়েছে মর্মে সরকারের অভিমত সঠিক নয়।
ক.৩.	এই চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করিবার লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হইবে। (ক) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য: আহ্বায়ক (খ) এই চুক্তির আওতায় গঠিত টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান: সদস্য (গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি: সদস্য	**বাস্তবায়িত।** চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করার লক্ষ্যে সর্বশেষ ১২ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা জনাব মো: তৌহিদ হোসেন'-কে আহ্বায়ক করে ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি— ১. জনাব মো: তৌহিদ হোসেন, উপদেষ্টা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়- আহ্বায়ক ২. সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি- সদস্য (শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা) ৩. চেয়ারম্যান, টাস্কফোর্স- সদস্য (জনাব সুদত্ত চাকমা, সিনিয়র সচিব পদমর্যাদা) এ পর্যন্ত এ কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	**আংশিক বাস্তবায়িত।** চুক্তির এ বিধান অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি এ যাবৎ গঠিত হয়ে আসছে। কিন্তু কমিটির নিজস্ব কোন কার্যালয়, জনবল ও তহবিল নেই। বলাবাহুল্য, চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ও গৃহীত সিদ্ধান্ত কার্যকর করণার্থে কমিটির নিজস্ব কার্যালয়ের জন্য জনবল ও তহবিল ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এ বিধান 'সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত' হয়েছে মর্মে সরকারের অভিমত সঠিক নয়। এছাড়া চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির সভায় গৃহীত কোন সিদ্ধান্তই বাস্তবায়ন করা হয়নি। যেমন পার্বত্য চুক্তি লঙ্ঘন করে ডেপুটি কমিশনারের উপর ন্যস্ত পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের এখতিয়ার বাতিল করার জন্য ২০১০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও তা কার্যকর করা হয়নি। এছাড়া ২০১৮-১৯ সালে অনুষ্ঠিত চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির একাধিক সভায় নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে 'পুলিশ (স্থানীয়)' ও 'আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও উন্নয়ন' বিষয় হস্তান্তর করা ও পার্বত্য জেলা পুলিশ বাহিনী গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু এসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করে ১৩ এপ্রিল ২০২২ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার্স থেকে এক নির্দেশনার মাধ্যমে প্রত্যাহারকৃত সেনা ক্যাম্পের জায়গায় এপিবিএন মোতায়েনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, যা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সরাসরি বরখেলাপ। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটিকে পাশ কাটিয়ে তথা পার্বত্য চুক্তি লঙ্ঘন করে গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয় কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত/অবাস্তবায়িত চুক্তিসমূহ পর্যালোচনা মূল্যায়ন ও পরবর্তী করণীয় বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে ১০ সদস্যক 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি মূল্যায়ন, অগ্রগতি ও পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি' গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটিতে আইন ও বিচার বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ভূমি মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে একজন করে কর্মকর্তা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে চারজন কর্মকর্তা রয়েছেন। পার্বত্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি হচ্ছে সম্পূর্ণ পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ও চুক্তির সরাসরি বরখেলাপ। গত ১৯ জুলাই ২০২৫ রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির ১০ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বিগত ৯ম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন এবং সিদ্ধান্তবলী বাস্তবায়নের উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর প্রায় ৫ মাস অতিক্রান্ত হলেও সভার সিদ্ধান্তবলী বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ নেই।

ধারা	চুক্তির বিষয়	বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের সর্বশেষ বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
ক. সাধারণ			
ক.৪.	এই চুক্তি উভয়পক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত ও সহি করিবার তারিখ হইতে বলবৎ হইবে। বলবৎ হইবার তারিখ হইতে এই চুক্তি অনুযায়ী উভয়পক্ষ হইতে সম্পাদনীয় সকল পদক্ষেপ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ থাকিবে।	**বাস্তবায়িত**। পার্বত্য চুক্তি উভয় পক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত ও সই করার তারিখ ০২রা ডিসেম্বর, ১৯৯৭ইং তারিখ হতে বলবৎ রয়েছে এবং চলমান রয়েছে।	চুক্তির বিরুদ্ধে ২০০০ সালে ও ২০০৭ সালে দায়েরকৃত পৃথক দু'টি মামলায় গত ১২-১৩ এপ্রিল ২০১০ হাই কোর্ট থেকে আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা অসাংবিধানিক মর্মে অবৈধ বলা হয়েছে বলে যে রায় দেয়া হয়েছে তার বিরুদ্ধে সরকারের আবেদনের প্রেক্ষিতে আপিল বিভাগের চেম্বার আদালত হাইকোর্টের রায়কে আপীল বিভাগে নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত ঘোষণা করে। আপীল বিভাগে চলমান আপীল মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির কোন উদ্যোগ বিগত ১৫ বছরেও সরকারের তরফ থেকে গ্রহণ করা হয়নি। এ বিধান 'সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত' হয়েছে মর্মে সরকারের অভিমত সঠিক নয়।
খ. পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদ			
খ.	উভয়পক্ষ এই চুক্তি বলবৎ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯) এবং এর বিভিন্ন ধারাসমূহের নিম্নে বর্ণিত পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোপন করার বিষয়ে ও লক্ষ্যে একমত হইয়াছেন।	**বাস্তবায়িত**। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ধারাগুলো সংযোজন করে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন জারি করা হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রণীত কার্য প্রণালী বিধিমালা রয়েছে।	**আংশিক বাস্তবায়িত**। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হলেও উন্নয়ন সংক্রান্ত ধারা যথাযথভাবে সংশোধিত হয়নি। চেয়ারম্যানগণের উপমন্ত্রীর মর্যাদা পুনঃপ্রদান করা হয়নি। পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যাবলী নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে হস্তান্তরিত হচ্ছে না। পরিষদের আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না।
খ.১.	পরিষদের বিভিন্ন ধারায় ব্যবহৃত "উপজাতি" শব্দটি বলবৎ থাকিবে।	**বাস্তবায়িত**। পূর্বের মতো বরবৎ আছে।	**বাস্তবায়িত**।
খ.২.	"পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ" এর নাম সংশোধন করিয়া তদ্‌পরিবর্তে এই পরিষদ "পার্বত্য জেলা পরিষদ" নামে অভিহিত হইবে।	**বাস্তবায়িত**। পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (সংশোধন) ১৯৯৮-এর ৪(খ) এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**বাস্তবায়িত**।

ধারা	চুক্তির বিষয়	বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের সর্বশেষ বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
খ. পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদ			
খ.৩.	"অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা" বলিতে যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যাহার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণতঃ বসবাস করেন তাহাকে বুঝাইবে।	**বাস্তবায়িত।** পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (সংশোধন) ১৯৯৮-এর ৪(কক) এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**অবাস্তবায়িত।** উক্ত ধারা লঙ্ঘন করে ২১/১২/২০০০ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক অফিসাদেশের মাধ্যমে সার্কেল চীফের পাশাপাশি ডেপুটি কমিশনারদেরও সনদপত্র প্রদানের যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তা প্রত্যাহারের জন্য বার বার দাবি করা সত্ত্বেও প্রত্যাহার করা হয়নি। ডেপুটি কমিশনাররা পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা নন এমন অউপজাতীয় ব্যক্তিদেরকে স্থায়ী বাসিন্দা সনদপত্র দিয়ে চলেছেন। উক্তরূপ সনদপত্র বিশেষত চাকরি, জমি বন্দোবস্ত, ঋণ গ্রহণ, ভোটার তালিকাভুক্তি বা কোটা ব্যবস্থাধীনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।
খ.৪.	ক) প্রতিটি পার্বত্য জেলা পরিষদে মহিলাদের জন্য ৩ (তিন) টি আসন থাকিবে। এইসব আসনের এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয়দের জন্য হইবে।	**বাস্তবায়িত।** পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (সংশোধন) ১৯৯৮-এর ৬(ক) এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**অবাস্তবায়িত।** বিগত ২৮ বছর ধরে পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ফলে এ ধারাটি এখনো বাস্তবায়িত হয়নি।
	খ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা ১, ২, ৩ ও ৪ - মূল আইন মোতাবেক বলবৎ থাকিবে।	**বাস্তবায়িত।** বর্তমানে বলবৎ আছে।	**বাস্তবায়িত।**
	গ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৫)-এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "ডেপুটি কমিশনার" এবং "ডেপুটি কমিশনারের" শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে "সার্কেল চীফ" এবং "সার্কেল চীফের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।	**বাস্তবায়িত।** পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (সংশোধন) ১৯৯৮-এর ৬(ঘ) এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**বাস্তবায়িত।**
	ঘ) ৪ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হইবে— "কোন ব্যক্তি অউপজাতীয় কিনা এবং হইলে তিনি কোন সম্প্রদায়ের সদস্য তাহা সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান/ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/ পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের চীফ স্থির করিবেন এবং এতদসম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি	**বাস্তবায়িত।** পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (সংশোধন) ১৯৯৮-এর ৬(ঙ) এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**অবাস্তবায়িত।** চুক্তির উক্ত বিধান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ৪ নং ধারার নতুন উপ-ধারা (৫)-এ যথাযথভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি। পার্বত্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক ও সার্কেল চীফদের নিকট প্রেরিত পত্রে [নং-পাচবিম (প- ১) পাজেপ/সনদপত্র/৬২/৯৯-৫৮৭ এবং তারিখ: ২১/১২/২০০০ খৃ:] বর্ণিত হয় যে, "পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলায় জেলা প্রশাসকগণের পাশাপাশি তিন সার্কেল চীফগণও চাকরি সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনে নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র ইস্যু করতে পারবেন।" উক্ত পত্রে যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও চুক্তির আলোকে প্রণীত পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের পরিপন্থী।

ধারা	চুক্তির বিষয়	বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের সর্বশেষ বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
খ. পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদ			
	অউপজাতীয় হিসাবে কোন অউপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না"।		উল্লেখ্য যে, তিন পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারগণ পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা নন এমন অউপজাতীয় ব্যক্তিদেরকে স্থায়ী বাসিন্দা সনদপত্র দিয়ে চলেছেন। উক্তরূপ সনদপত্র বিশেষত চাকরি, জমি বন্দোবস্তী বা কোটা ব্যবস্থাধীনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় ও অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দাগণ চাকরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধাদি হতে বরাবরই বঞ্চিত হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ও পার্বত্য অঞ্চলের বাইরে অ-স্থানীয় অ-উপজাতীয় ব্যক্তিগণ কর্তৃক পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারের নিকট হতে উক্ত ধরণের সার্টিফিকেট গ্রহণ প্রক্রিয়া বন্ধ করার জন্য ২৬ ডিসেম্বর ২০১০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির তৎকালীন আহ্বায়ক সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর সভাপতিত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির সভায় বিশদভাবে আলোচনা-পর্যালোচনা হয় এবং ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক সার্টিফিকেট প্রদান বাতিল করার করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কমিটির উক্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণের দায়িত্ব পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের থাকলেও তা সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য আজ অবধি কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০-তে 'অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা সার্টিফিকেট' প্রদান সম্পর্কিত কোন বিধান নেই এবং নভেম্বর ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত 'Charter of Duties of Deputy Commissioners'-এর ১১ নং নির্দেশের (11. Licence and Certificates) ৫ উপ-নির্দেশে কেবল নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট (v. Granting of domicile certificates) প্রদানের দায়িত্ব ডেপুটি কমিশনারগণকে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারগণকে অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা সার্টিফিকেট প্রদানের দায়িত্ব প্রদান করা সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রত্যাহার করা অপরিহার্য।
খ.৫.	৭ নম্বর ধারায় বর্ণিত আছে যে, চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যপদে নির্বাচিত ব্যক্তি তাঁহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন। ইহা সংশোধন করিয়া "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার"-এর পরিবর্তে "হাই কোর্ট ডিভিশনের কোন বিচারপতি" কর্তৃক সদস্যরা শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন— অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে।	বাস্তবায়িত। পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (সংশোধন) ১৯৯৮-এর ৭(ক) এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	অবাস্তবায়িত। এ বিধান বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না। বিগত ২৮ বছর ধরে সরকার কর্তৃক অগণতান্ত্রিকভাবে ফ্যাক্সের মাধ্যমে অন্তর্বর্তী তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ নিয়োগ দেয়া হচ্ছে।

ধারা	চুক্তির বিষয়	বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের সর্বশেষ বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
খ. পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদ			
খ.৬.	৮ নম্বর ধারার চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট" শব্দগুলির পরিবর্তে "নির্বাচন বিধি অনুসারে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।	**বাস্তবায়িত**। পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (সংশোধন) ১৯৯৮-এর ৮ এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**বাস্তবায়িত**।
খ.৭.	১০ নম্বর ধারার দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "তিন বৎসর" শব্দগুলির পরিবর্তে "পাঁচ বৎসর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।	**বাস্তবায়িত**। পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (সংশোধন) ১৯৯৮-এর ৯ এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**অবাস্তবায়িত**। নির্বাচিত পরিষদ গঠিত না হওয়ায় অন্তর্বর্তী পরিষদ দিয়ে অগণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। যে দল ক্ষমতায় আসে সেই দল নিজেদের দলীয় লোকজন নিয়োগ দিয়ে ইচ্ছা মতো অন্তর্বর্তী পরিষদ পুনর্গঠন করা হচ্ছে।
খ.৮.	১৪ নম্বর ধারায় চেয়ারম্যানের পদ কোন কারণে শূন্য হইলে বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।	**বাস্তবায়িত**। পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (সংশোধন) ১৯৯৮-এর ১০ এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**বাস্তবায়িত**।
খ.৯.	বিদ্যমান ১৭নং ধারা নিম্নে উল্লেখিত বাক্যগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে: আইনের আওতায় কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবেন যদি তিনি (১) বাংলাদেশের নাগরিক হন; (২) তাঁহার বয়স ১৮ বৎসরের কম না হয়; (৩) কোন উপযুক্ত আদালত তাহাকে মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষণা না করিয়া থাকেন; (৪) তিনি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন।	**বাস্তবায়িত**। পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (সংশোধন) ১৯৯৮-এর ১১ এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**অবাস্তবায়িত**। চুক্তির এ বিধান আইনের ১৭ ধারায় সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে এ বিধান কার্যকর করা হয়নি। উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের পাহাড়ি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের জন্য চুক্তিতে যে সব বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে তন্মধ্যে ভোটার হওয়ার যোগ্যতার ক্ষেত্রে স্থায়ী বাসিন্দা সংক্রান্ত বিধান অন্যতম। বিশেষ করে উনিশ্শো আশি দশকে সরকারি পরিকল্পনাধীনে প্রায় ৫ (পাঁচ) লক্ষ অউপজাতিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে স্থানান্তর করাতে জনসংখ্যাগত ভারসাম্য পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাই চুক্তিতে এ ধরনের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বিষয়টি সম্পর্কে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ প্রতিনিয়ত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। এ বিধান লঙ্ঘন করে পার্বত্য জেলার ভোটার তালিকায় রোহিঙ্গাসহ বহিরাগতদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নির্বাচন বিধিমালা এবং স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার

ধারা	চুক্তির বিষয়	বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের সর্বশেষ বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
খ. পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদ			
			তালিকা বিধিমালা এখনো প্রণীত হয়নি। আঞ্চলিক পরিষদের অগোচরে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ভোটাধিকার সংক্রান্ত ১৮নং ধারা চুক্তির সাথে বিরোধাত্মকভাবে সংশোধন (২০০০ সালের ৩৩, ৩৪ ও ৩৫নং আইন) করা হয়। প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও আজ অবধি তা চুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা হয়নি।
খ.১০.	২০ নম্বর ধারার (২) উপ-ধারায় "নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ" শব্দগুলি স্বতন্ত্রভাবে সংযোজন করা হইবে।	**বাস্তবায়িত**। পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (সংশোধন) ১৯৯৮-এর ১২ এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**অবাস্তবায়িত**। আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও এখনো "নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ" করা হয়নি।
খ.১১.	২৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এ পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃক একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।	**বাস্তবায়িত**। বর্তমানে বলবৎ আছে।	**বাস্তবায়িত**।
খ.১২.	যেহেতু খাগড়াছড়ি জেলার সমস্ত অঞ্চল মং সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত নহে, সেহেতু খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার আইনে ২৬ নম্বর ধারায় বর্ণিত "খাগড়াছড়ি মং চীফ" এর পরিবর্তে "মং সার্কেলের চীফ এবং চাকমা সার্কেলের চীফ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে। অনুরূপভাবে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সার্কেলের চীফেরও উপস্থিত থাকার সুযোগ রাখা হইবে। একইভাবে বান্দরবান জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সার্কেলের চীফ ইচ্ছা করিলে বা আমন্ত্রিত হইলে পরিষদের সভায় যোগদান করিতে পারিবেন বলিয়া বিধান রাখা হইবে।	**বাস্তবায়িত**। পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (সংশোধন) ১৯৯৮-এর ১৩ এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**অবাস্তবায়িত**। পার্বত্য জেলা পরিষদের সভায় সংশ্লিষ্ট চীফের যোগদানের অধিকার থাকলেও এ বিধান অনুসারে সংশ্লিষ্ট সার্কেল চীফদের পরিষদের সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয় না।

ধারা	চুক্তির বিষয়	বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের সর্বশেষ বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
খ. পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদ			
খ.১৩.	৩১ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) ও উপ-ধারা (২) এ পরিষদে সরকারের উপ-সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব হিসাবে থাকিবেন এবং এই পদে উপজাতীয় কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে বলিয়া বিধান থাকিবে।	**বাস্তবায়িত।** পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (সংশোধন) ১৯৯৮-এর ১৪ এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**আংশিক বাস্তবায়িত।** অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিষদগুলোতে মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে অউপজাতীয় কর্মকর্তাদের প্রেষণে প্রেরণ করা হয়ে থাকে।
খ.১৪.	ক) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এ পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে পরিষদ সরকারের অনুমোদনক্রমে, বিভিন্ন শ্রেণির কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।	**বাস্তবায়িত।** পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (সংশোধন) ১৯৯৮-এর ১৫(ক) এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**বাস্তবায়িত।**
	খ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে প্রণয়ন করা হইবে: "পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাঁহাদেরকে বদলি ও সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে"।	**বাস্তবায়িত।** পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (সংশোধন) ১৯৯৮-এর ১৫(খ) এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**আংশিক বাস্তবায়িত।** চুক্তির এ সব বিধান পরিষদ আইনের ৩২ ধারার (১), (২), (৩) ও (৪) উপ-ধারায় যথাযথভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে বিধানটি যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে না। কিন্তু পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ নিয়োগ কমিটি দ্বারা তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করে চলেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে পার্বত্য জেলা পরিষদের বিধান অনুসরণ না করে দেশে বিদ্যমান সাধারণ নীতিমালা ভিত্তিক কোটা ব্যবস্থা অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করে চলেছে। তা ছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা পৌরসভার চেয়ারম্যানের সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেটের মাধ্যমে অ-স্থানীয় অ-উপজাতি ব্যক্তিগণ পার্বত্য জেলা পরিষদের এ সব কর্মচারী পদে নিয়োগ লাভ করে থাকেন। ফলে স্থায়ী অধিবাসীগণ তাদের যথাযথ অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। পরিষদের অন্যান্য পদে অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা পদে সরকার কর্তৃক অধিকাংশ সময়ে অ-স্থানীয় অ-উপজাতীয় কর্মকর্তাকে প্রেষণে নিয়োগ করা হয়ে থাকে। ফলে যে উদ্দেশ্যে এ বিধানটি চুক্তিতে ও আইনে সন্নিবেশিত হয়েছে তা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হতে পারেনি। এ বিধান 'সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত' হয়েছে মর্মে সরকারের অভিমত সঠিক নয়। উল্লেখ্য, তিন পার্বত্য জেলায় ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে চরম দুর্নীতি ও দলীয়করণের মাধ্যমে বহিরাগত লোকদের নিয়োগ দিয়ে চলেছে। ২০১০ সালে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের উদ্যোগে ২০ জন প্রধান শিক্ষক পদের মধ্যে ১৮ জন বাঙালি ও ২ জন পাহাড়ি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, যা এ বিধান লঙ্ঘনের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ধারা	চুক্তির বিষয়	বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের সর্বশেষ বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
খ. পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদ			
	গ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ পরিষদের অন্যান্য পদে সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এই সকল কর্মকর্তাকে সরকার অন্যত্র বদলি, সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ অথবা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।	**বাস্তবায়িত**। পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (সংশোধন) ১৯৯৮-এর ১৫(গ) এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**বাস্তবায়িত**।
খ.১৫.	৩৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লেখ থাকিবে।	**বাস্তবায়িত**। পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (সংশোধন) ১৯৯৮-এর ১৬ এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**বাস্তবায়িত**।
খ.১৬.	৩৬ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এর তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন প্রকারে" শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।	**বাস্তবায়িত**। পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (সংশোধন) ১৯৯৮-এর ১৮ এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**বাস্তবায়িত**।
খ.১৭.	ক) ৩৭ নম্বর ধারার (১) উপ-ধারার চতুর্থত এর মূল আইন বলবৎ থাকিবে। খ) ৩৭ নম্বর ধারার (২) উপধারা (ঘ) তে বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লেখিত হইবে।	**বাস্তবায়িত**। পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (সংশোধন) ১৯৯৮-এর ১৯-এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	বাস্তবায়িত।
খ.১৮.	৩৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) বাতিল করা হইবে এবং উপ-ধারা (৪) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবে: কোন অর্থ বৎসর শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময় সেই অর্থ বৎসরের জন্য, প্রয়োজন হইলে, একটি বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করা যাইবে।	**বাস্তবায়িত**। পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (সংশোধন) ১৯৯৮-এর ২০(ক)(খ) এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**বাস্তবায়িত**।

ধারা	চুক্তির বিষয়	বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের সর্বশেষ বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
খ. পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদ			
খ.১৯.	৪২ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হইবে: পরিষদ সরকার হইতে প্রাপ্য অর্থে হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে, এবং জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করিবে।	**আংশিক বাস্তবায়িত**। পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (সংশোধন) ১৯৯৮-এর ২১(ক)(খ) এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**অবাস্তবায়িত**। উন্নয়ন সংক্রান্ত বিধান যথাযথভাবে আইনে সন্নিবেশ করা হয়নি। উন্নয়নের ক্ষেত্রে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের উন্নয়ন কার্যক্রম পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। এছাড়া আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহকে পাশ কাটিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিয়ে অধিকাংশ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডসহ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের উন্নয়ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করতে পারে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী লঙ্ঘন করা হচ্ছে। তাই এ বিধান আজ অবধি বাস্তবায়িত হয়নি। এ বিধান 'আংশিক বাস্তবায়িত' হয়েছে মর্মে সরকারের অভিমত সঠিক নয়।
খ.২০.	৪৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সরকার" শব্দটির পরিবর্তে "পরিষদ" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।	**বাস্তবায়িত**। পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (সংশোধন) ১৯৯৮-এর ২৩ এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**বাস্তবায়িত**।
খ.২১.	৫০, ৫১ ও ৫২ নম্বর ধারাগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে নিম্নোক্ত ধারা প্রণয়ন করা হইবে: এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার প্রয়োজনে পরিষদকে পরামর্শ প্রদান বা অনুশাসন করিতে পারিবে। সরকার যদি নিশ্চিতভাবে এইরূপ প্রমাণ লাভ করিয়া থাকে যে, পরিষদ বা পরিষদের পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজকর্ম আইনের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী, তাহা হইলে সরকার লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিষদের নিকট হইতে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাহিতে পারিবে, এবং পরামর্শ বা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।	**বাস্তবায়িত**। পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (সংশোধন) ১৯৯৮-এর ২৪, ২৫ এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**বাস্তবায়িত**।

ধারা	চুক্তির বিষয়	বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের সর্বশেষ বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
খ. পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদ			
খ.২২.	৫৩ ধারার (৩) উপ-ধারার "বাতিল থাকার মেয়াদ শেষ হইলে" শব্দগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে "এই আইন" শব্দটির পূর্বে "পরিষদ বাতিল হইলে নব্বই দিনের মধ্যে" শব্দগুলি সন্নিবেশ করা হইবে।	**বাস্তবায়িত।** পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (সংশোধন) ১৯৯৮-এর ২৬ এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**অবাস্তবায়িত।** সংশ্লিষ্ট বিধানটি সংশোধন করা হয়েছে। তবে বাংলাদেশ সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার নব্বই দিনের মধ্যে এই আইন ও বিধি মোতাবেক পরিষদ পুনর্গঠিত হওয়ার বিধান থাকলেও সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত না করে দলীয় লোকজনদের নিয়োগ দিয়ে অনির্বাচিত অন্তর্বর্তী পরিষদের মাধ্যমে পরিচালনা করছে। সুতরাং এ বিধান 'সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত' হয়েছে মর্মে সরকারের অভিমত সঠিক নয়।
খ.২৩.	৬১ নম্বর ধারার তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "সরকারের" শব্দটির পরিবর্তে "মন্ত্রণালয়ের" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।	**বাস্তবায়িত।** পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ এর সংশোধনী পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (সংশোধন) ১৯৯৮-এর ২৭ এ দ্রষ্টব্য।	**বাস্তবায়িত।**
খ.২৪.	ক) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারাটি প্রণয়ন করা হইবেঃ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তদনিম্ন স্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং পরিষদ তাঁহাদের বদলি ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাঁহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পাারবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে।	**বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান।** পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (সংশোধন) ১৯৯৮-এর ২৮ এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে পরবর্তী কোন কার্যক্রম গৃহীত না হওয়ায় কমিটি ধারাটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান বলে মনে করে।	**অবাস্তবায়িত।** পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তৎনিম্ন স্তরের সদস্যদের নিয়োগের বিধানটি আইনে অন্তর্ভুক্ত হলেও আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ক্ষমতা পার্বত্য জেলা পরিষদের মাধ্যমে কার্যকরী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এখনো পর্যন্ত উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য জেলা পুলিশবাহিনী গঠিত হয়নি। অপরদিকে পূর্বের মতো পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পুলিশবাহিনীর বদলি, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষমতা সরাসরি প্রয়োগ করা হয়ে আসছে। উল্লেখ্য, ১২-৭-১৯৮৯ জেলা পুলিশ বিষয়টি নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে। তবে হস্তান্তরিত হওয়ার এক সপ্তাহ পরে তা বাতিল করা হয়। এই বিধানাবলীর 'বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান' রয়েছে বলে সরকার যে দাবি করছে, তা সঠিক নয়। মিশ্র পুলিশ বাহিনী গঠন বিধি সম্মত নহে। ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে সাংসদ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহকে নিয়োগ দেয়ার পর কমিটির সভায় নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে 'পুলিশ (স্থানীয়)' ও 'আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও উন্নয়ন' বিষয় হস্তান্তর করা ও পার্বত্য জেলা পুলিশ বাহিনী গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করে ১৩ এপ্রিল ২০২২ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার্স থেকে সেনাবাহিনীর প্রত্যাহারকৃত ক্যাম্পের জায়গায় এপিবিএন মোতায়েন করার নির্দেশনা জারি করা হয়, যা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সরাসরি লঙ্ঘন।

ধারা	চুক্তির বিষয়	বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের সর্বশেষ বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
খ. পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদ			
	খ) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "আপাততঃ বলবৎ অন্য সকল আইনের বিধান সাপেক্ষে" শব্দগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে "যথা আইন ও বিধি অনুযায়ী" শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হইবে।	**বাস্তবায়িত**। পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (সংশোধন) ১৯৯৮-এর এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**অবাস্তবায়িত**। পার্বত্য জেলা পুলিশের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও সদস্যগণ তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ব্যাপারে এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনের বিধান অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, পরিষদের কাছে দায়ী থাকার বিধান কার্যকর হয়নি।
খ.২৫.	৬৩ নম্বর ধারার তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সহায়তা দান করা" শব্দগুলি বলবৎ থাকিবে।	**বাস্তবায়িত**। পূর্বের মত বলবৎ আছে।	**অবাস্তবায়িত**। পার্বত্য জেলায় সংঘটিত অপরাধ সম্পর্কে পরিষদের চেয়ারম্যানকে অবহিত করা এবং পরিষদের চেয়ারম্যান ও কর্মকর্তাদেরকে আইনানুগ কর্তৃত্ব প্রয়োগে সহায়তা দান করা সকল পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্ব হবে মর্মে বিধান হলেও তা কার্যকর হয়নি। ফলে এ বিধান বাস্তবায়িত হয়েছে বলে সরকারের অভিমত সঠিক নয়।
খ.২৬.	৬৪ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারাটি প্রণয়ন করা হইবে: (ক) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমিসহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাইবে না। তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।	**বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান**। পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (সংশোধন) ১৯৯৮-এর ২৯(১) কিন্তু এ বিষয়ে পরবর্তী কোন কার্যক্রম গৃহীত না হওয়ায় কমিটি ধারাটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান বলে মনে করে।	**অবাস্তবায়িত**। বিধানটি আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও যথাযথভাবে কার্যকর করা হচ্ছে না। আজ অবধি উক্ত বিষয় ও ক্ষমতা পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হয়নি। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি দোহাই দিয়ে পার্বত্য জেলা পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতীত ডেপুটি কমিশনারগণ নামজারি, ইজারা ও বন্দোবস্ত প্রদান প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছেন। এই বিধান অনুসারে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের পূর্বানুমোদন নিয়ে জায়গা-জমির বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয়, হস্তান্তর ও অধিগ্রহণ করা হয় বলে সরকারের পক্ষ থেকে মতামত দেয়া হলেও তা বিধিসম্মত নয়। চুক্তির 'খ' খন্ডের ৩৪(ক) ধারা মোতাবেক 'ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা' বিষয়টি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন অন্যতম একটা বিষয়। কিন্তু আজ অবধি উক্ত বিষয় পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হয়নি বিধায় বিষয়টি পরিচালনার্থে এ সংক্রান্ত প্রবিধান প্রণয়ন করাও সম্ভব হয়নি। অপরদিকে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি অনুসরণে ডেপুটি কমিশনারগণ অবৈধভাবে নামজারি, অধিগ্রহণ, ইজারা ও বন্দোবস্ত প্রদান প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছেন।
	(খ) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাইবে না।	**বাস্তবায়িত**। পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (সংশোধন) ১৯৯৮-এর ২৯(১)(ক) এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**অবাস্তবায়িত**। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি দোহাই দিয়ে পরিষদের সাথে আলোচনা ও সম্মতি ব্যতিরেকে ডেপুটি কমিশনারগণ অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছেন। বনায়ন ও সেটেলারদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ, সীমান্ত ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ এবং পর্যটন কেন্দ্র, সেনা ক্যাম্প ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও সম্প্রসারণের নামে হাজার হাজার একর জমি অধিগ্রহণ ও জবরদখল করা হচ্ছে।

ধারা	চুক্তির বিষয়	বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের সর্বশেষ বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
খ. পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদ			
খ.২৬.	(গ) পরিষদ হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।	**বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান।** পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (সংশোধন) ১৯৯৮-এর ২৯(২) এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে পরবর্তী কোন কার্যক্রম গৃহীত না হওয়ায় কমিটি ধারাটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান বলে মনে করে।	**অবাস্তবায়িত।** হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের কার্যাদি পার্বত্য জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয়নি। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি অনুসরণে ডেপুটি কমিশনারগণ অবৈধভাবে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন।
	(ঘ) কাপ্তাই হ্রদের জলেভাসা (Fringe Land) জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদেরকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।	**বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান।** পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (সংশোধন) ১৯৯৮-এর ২৯(৩) এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে পরবর্তী কোন কার্যক্রম গৃহীত না হওয়ায় কমিটি ধারাটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান বলে মনে করে।	**অবাস্তবায়িত।** যেহেতু ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত হয়নি তাই এধারা বাস্তবায়িত হয়নি। জেলা প্রশাসন থেকে বহিরাগত অউপজাতীয়দেরকেও জলেভাসা জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হচ্ছে। ফলে ২০২৩ সালে সেনাবাহিনীর সহায়তায় সেটেলাররা কাপ্তাই ও বিলাইছড়ি উপজেলা সীমান্তে পাহাড়িদের জলেভাসা জমি বেদখল করেছে।
খ.২৭.	৬৫ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে: আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জেলার ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে এবং জেলায় আদায়কৃত উক্ত কর পরিষদের তহবিলে থাকিবে।	**বাস্তবায়িত।** পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (সংশোধন) ১৯৯৮-এর ৩০ এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**অবাস্তবায়িত।** জেলার ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের হস্তে এখনো ন্যস্ত করা হয়নি। এ ক্ষমতা এখনো ডেপুটি কমিশনারগণ প্রয়োগ করে চলেছেন। প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুসারে কর বা খাজনা আদায় করার দায়িত্ব হলো স্ব স্ব মৌজার মৌজা হেডম্যানের। কিন্তু ইদানীংকালে কর বা খাজানা মৌজা হেডম্যানের কাছে জমা না দিয়ে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জেলা প্রশাসনের নিকট ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান করা হচ্ছে যা বিধিসম্মত নয়। এ বিধান বাস্তবায়িত হয়নি। এ বিধান 'বাস্তবায়িত' হয়েছে বলে সরকারের অভিমত সঠিক নয়।
খ.২৮.	৬৭ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে: পরিষদ এবং সরকারি কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার বা পরিষদ নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করিবে এবং পরিষদ ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে কাজের সমন্বয় বিধান করা যাইবে।	**বাস্তবায়িত।** পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (সংশোধন) ১৯৯৮-এর ৩১ এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**অবাস্তবায়িত।**

ধারা	চুক্তির বিষয়	বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের সর্বশেষ বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
খ. পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদ			
খ.২৯.	৬৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবে: এই আইনের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পরেও উক্ত বিধি পুনর্বিবেচনার্থে পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট আবেদন করিবার বিশেষ অধিকার থাকিবে।	**বাস্তবায়িত**। পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (সংশোধন) ১৯৯৮-এর ৩২(ক) এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**অবাস্তবায়িত**। আইনের আলোকে পার্বত্য জেলা পরিষদ অর্পিত বিষয়াদির উপর প্রবিধান প্রণয়ন করতে পারে। কিন্তু সরকার Rules of Business 1996 এর দোহাই দিয়ে পরিষদ কর্তৃক প্রবিধান প্রণয়নে নানাবিধ আপত্তি উত্থাপন করছে।
খ.৩০.	ক) ৬৯ ধারার উপ-ধারা (১) এর প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে" শব্দগুলি বিলুপ্ত এবং তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "করিতে পারিবে" এই শব্দগুলির পরে নিম্নোক্ত অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, প্রণীত প্রবিধানের কোন অংশ সম্পর্কে সরকার যদি মতভিন্নতা পোষণ করে তাহা হইলে সরকার উক্ত প্রবিধান সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিতে বা অনুশাসন করিতে পারিবে।	**বাস্তবায়িত**। পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (সংশোধন) ১৯৯৮-এর ৩৩(ক)(অ)(আ) এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**বাস্তবায়িত**।
	খ) ৬৯ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর (জ) এ উল্লেখিত "পরিষদের কোন কর্মকর্তাকে চেয়ারম্যানের ক্ষমতা অর্পণ"- এই শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।	**বাস্তবায়িত**। পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (সংশোধন) ১৯৯৮-এর ৩৩(খ) এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**বাস্তবায়িত**।
খ.৩১.	৭০ নম্বর ধারা বিলুপ্ত করা হইবে।	**বাস্তবায়িত**। পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (সংশোধন) ১৯৯৮-এর ৩৪ এ ৭০ ধারা বিলুপ্ত করা হয়েছে।	**বাস্তবায়িত**।

ধারা	চুক্তির বিষয়	বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের সর্বশেষ বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
খ. পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদ			
খ.৩২.	৭৯ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে: পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হইলে বা উপজাতীয়দের জন্য আপত্তিকর হইলে পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হওয়ার কারণ ব্যক্ত করিয়া আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করিবার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করিতে পারিবে এবং সরকার এই আবেদন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।	**বাস্তবায়িত**। পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (সংশোধন) ১৯৯৮-এর ৩৫ এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**অবাস্তবায়িত**। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত পূর্ণাঙ্গ পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠিত না করে সরকার তার মনোনীত লোকজনদেরকে পরিষদের চেয়ারম্যান-সদস্য হিসেবে নিয়োগ দিয়ে অন্তর্বর্তী পরিষদ পরিচালনা করছে। ফলে কোন আইন উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হলে বা আপত্তিকর হলেও পরিষদ উক্ত আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন পেশ এবং প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে না।
খ.৩৩.	ক) প্রথম তফসিল বর্ণিত পরিষদের কার্যাবলীর ১ নম্বর "শৃঙ্খলা" শব্দটির পরে "তত্ত্বাবধান" শব্দটি সন্নিবেশ করা হইবে। খ) পরিষদের কার্যাবলীর ৩ নম্বরে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সংযোজন করা হইবে: (১) বৃত্তিমূলক শিক্ষা, (২) মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা, (৩) মাধ্যমিক শিক্ষা। গ) প্রথম তফসিলে পরিষদের কার্যাবলীর ৬(খ) উপ-ধারায় "সংরক্ষিত বা" শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।	**বাস্তবায়িত**। পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (সংশোধন) ১৯৯৮-এর ৩৬(খ)(গ) এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**আংশিক বাস্তবায়িত**। ক) সন্নিবেশ করা হয়েছে। খ) সংযোজন করা হয়েছে। গ) বিলুপ্ত করা হয়েছে। উক্ত বিধানাবলী যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। যেমন "জেলার আইন-শৃঙ্খলা তত্ত্বাবধান, সংরক্ষণ ও উহার উন্নতি সাধন" বিষয়টি এখনো তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হয়নি।
খ.৩৪.	পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্য ও দায়িত্বাদির মধ্যে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত হইবে: ক) ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা; খ) পুলিশ (স্থানীয়);	**বাস্তবায়িত**। পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (সংশোধন) ১৯৯৮-এর ৩৬(ঘ) এর ক) ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা; (২৪) খ) পুলিশ (স্থানীয়); (২২)	**আংশিক বাস্তবায়িত**। বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে পরিষদে অদ্যাবধি যথাযথভাবে হস্তান্তরিত হয়নি। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদে ৩০টি বিষয়/দপ্তর, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে ৩০টি এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদে ২৮টি বিষয়/দপ্তর হস্তান্তর করা হয়েছে মর্মে সরকারের অভিমত সঠিক নয়। যেমন 'ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা', 'পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন' এবং 'পুলিশ (স্থানীয়)' এখনো তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হয়নি। তাই এ বিধান সম্পূর্ণ 'বাস্তবায়িত' হয়েছে মর্মে অভিমতও

ধারা	চুক্তির বিষয়	বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের সর্বশেষ বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
খ. পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদ			
	গ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার; ঘ) যুব কল্যাণ; ঙ) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন; চ) স্থানীয় পর্যটন; ছ) পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান; জ) স্থানীয় শিল্প বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান; ঝ) কাপ্তাই হ্রদের জলসম্পদ ব্যতীত অন্যান্য নদী-নালা, খাল-বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা; ঞ) জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ; ট) মহাজনী কারবার; ঠ) জুম চাষ।	গ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার; (২৩) ঘ) যুব কল্যাণ; (২৭) ঙ) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন; (২৬) চ) স্থানীয় পর্যটন; (২৮) ছ) পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান; (২৯) জ) স্থানীয় শিল্প বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান; (৩০) ঝ) কাপ্তাই হ্রদের জলসম্পদ ব্যতীত অন্যান্য নদী-নালা, খাল-বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা; (২৫) ঞ) জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ; (৩১) ট) মহাজনী কারবার; (৩২) ঠ) জুম চাষ (৩৩) এ বিষয়গুলো সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	সঠিক নয়। উল্লেখ্য, নির্বাহী আদেশে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী হস্তান্তরিত না করার কারণে পার্বত্য জেলা পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা সংকুচিত করা হয়েছে।
খ.৩৫.	দ্বিতীয় তফসিলে বিবৃত পরিষদ কর্তৃক আরোপণীয় কর, রেইট, টোল এবং ফিস এর মধ্যে নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্র ও উৎসাদি অন্তর্ভুক্ত হইবে: ক) অযান্ত্রিক যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন ফি; খ) পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর; গ) ভূমি ও দালান-কোঠার উপর হোল্ডিং কর; ঘ) গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের উপর কর; ঙ) সামাজিক বিচারের ফিস; চ) সরকারি ও বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর হোল্ডিং কর;	**বাস্তবায়িত**। পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (সংশোধন) ১৯৯৮-এর ৩৭(ঘ) (৮-১৯) এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**আংশিক বাস্তবায়িত।**

ধারা	চুক্তির বিষয়	বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের সর্বশেষ বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
খ. পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদ			
	ছ) বনজ সম্পদের উপর রয়েলটির অংশ বিশেষ; জ) সিনেমা, যাত্রা, সার্কাস ইত্যাদির উপর সম্পূরক কর; ঝ) খনিজ সম্পদ অন্বেষণ বা নিষ্কর্ষণের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুজ্ঞাপত্র বা পাট্টাসমূহ সূত্রে প্রাপ্ত রয়েলটির অংশ বিশেষ; ঞ) ব্যবসার উপর কর; ট) লটারীর উপর কর; ঠ) মৎস্য ধরার উপর কর।		
গ. পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ			
গ.১.	পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করিবার লক্ষ্যে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৯, ২০ ও ২১ নং আইন) এর বিভিন্ন ধারা সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হইবে।	**বাস্তবায়িত**। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হয়েছে।	**আংশিক বাস্তবায়িত**। এ বিধান অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ প্রণীত হয় এবং ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে অন্তর্বর্তী পরিষদ গঠিত হয়। তবে এ আইন যথাযথভাবে কার্যকর হতে পারেনি। অন্তর্বর্তী পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হলেও এখনো নির্বাচিত আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়নি। আঞ্চলিক পরিষদ আইন কার্যকর করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য ১৯০০ সালের শাসনবিধি, ১৮৬১ সালের পুলিশ এ্যাক্ট, ১৯২৭ সালের বন আইনসহ অন্যান্য আইনসমূহ অদ্যাবধি সংশোধন করা হয়নি। আঞ্চলিক পরিষদের নিজস্ব কমপ্লেক্স এখনো নির্মিত হয় নাই।
গ.২.	পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে এই পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন যাহার পদমর্যাদা হইবে একজন প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ এবং তিনি অবশ্যই উপজাতীয় হইবেন।	**বাস্তবায়িত**। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানের পদে প্রতিমন্ত্রীর সমমর্যাদায় এবং তিনি একজন উপজাতীয়। পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন না হওয়ায় বর্তমানে আঞ্চলিক পরিষদে অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ কার্যকর আছে।	**আংশিক বাস্তবায়িত**। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর ২৭ বছর অতিক্রান্ত হলেও এখনো তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি এবং নির্বাচিত পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠিত না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়নি।

ধারা	চুক্তির বিষয়	বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের সর্বশেষ বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
গ. পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ			
গ.৩.	চেয়ারম্যানসহ পরিষদ ২২ (বাইশ) জন সদস্য লইয়া গঠন করা হইবে। পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্য উপজাতীয়দের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবে। পরিষদ ইহার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন। পরিষদের গঠন নিম্নরূপ হইবে: চেয়ারম্যান-১ জন সদস্য উপজাতীয়-১২ জন সদস্য উপজাতীয় (মহিলা)-২ জন সদস্য অ-উপজাতীয়-৬ জন সদস্য অ-উপজাতীয় (মহিলা)-১ জন উপজাতীয় সদস্যদের মধ্যে ৫ জন নির্বাচিত হইবেন চাকমা উপজাতি হইতে, ৩ জন মার্মা উপজাতি হইতে, ২ জন ত্রিপুরা উপজাতি হইতে, ১ জন মুরুং ও তনচৈঙ্গ্যা উপজাতি হইতে এবং ১ জন লুসাই, বোম, পাংখো, খুমী, চাক ও খিয়াং উপজাতি হইতে। অ-উপজাতীয় সদস্যদের মধ্য হইতে প্রত্যেক জেলা হইতে ২ জন করিয়া নির্বাচিত হইবেন। উপজাতীয় মহিলা সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকমা উপজাতি হইতে ১ জন এবং অন্যান্য উপজাতি হইতে ১ জন নির্বাচিত হইবেন।	**বাস্তবায়িত।** পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮-এর ধারা ৫ এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**আংশিক বাস্তবায়িত।** পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮ প্রণীত ও তদনুসারে অন্তর্বর্তী আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হলেও এখনো নির্বাচিত আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়নি। অন্তর্বর্তী আঞ্চলিক পরিষদে এ বিধান অনুযায়ী জাতি-ভিত্তিক সদস্য মনোনীত করা হয়েছে। কিন্তু আঞ্চলিক পরিষদে ইহার উপর অর্পিত কার্যাবলী হস্তান্তর ও কার্যকর করা হয়নি।
গ.৪.	পরিষদের মহিলাদের জন্য ৩ (তিন) টি আসন সংরক্ষিত রাখা হইবে। এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয় হইবে।	**বাস্তবায়িত।** পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮-এর ধারা ৫ এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**আংশিক বাস্তবায়িত।** অন্তর্বর্তী আঞ্চলিক পরিষদে এ বিধান অনুসারে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত তিনটি আসনে মহিলা মনোনীত করা হয়েছে। তবে এখনো নির্বাচিত পরিষদ গঠিত হয়নি।

ধারা	চুক্তির বিষয়	বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের সর্বশেষ বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
গ. পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ			
গ.৫.	পরিষদের সদস্যগণ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইবেন। তিন পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যানগণ পদাধিকার বলে পরিষদের সদস্য হইবেন এবং তাঁহাদের ভোটাধিকার থাকিবে। পরিষদের সদস্য প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার অনুরূপ হইবে।	**বাস্তবায়িত**। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮-এর ধারা ৬ এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**আংশিক বাস্তবায়িত**। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ায় আঞ্চলিক পরিষদের সদস্যগণ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি। তবে অন্তর্বর্তী আঞ্চলিক পরিষদে এ বিধান অনুসারে অন্তর্বর্তীকালীন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানগণ পদাধিকার বলে পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
গ.৬.	পরিষদের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বৎসর হইবে। পরিষদের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন, পরিষদ বাতিলকরণ, পরিষদের বিধি প্রণয়ন, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পদ্ধতি পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুকূলে প্রদত্ত ও প্রযোজ্য বিষয় ও পদ্ধতির অনুরূপ হইবে।	**বাস্তবায়িত**। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮-এর ধারা ১২ এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**আংশিক বাস্তবায়িত**। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ায় আঞ্চলিক পরিষদেরও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। ফলে ২৬ বছর ধরে অন্তর্বর্তী আঞ্চলিক পরিষদ বলবৎ রয়েছে।
গ.৭.	পরিষদে সরকারের যুগ্ম সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা থাকিবেন এবং এই পদে নিয়ুক্তির জন্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।	**বাস্তবায়িত**। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮-এর ধারা ২৮ এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**বাস্তবায়িত**।
গ.৮.	ক) যদি পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হয় তাহা হইলে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য পরিষদের অন্যান্য উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্য হইতে একজন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন। খ) পরিষদের কোন সদস্যপদ যদি কোন কারণে শূন্য হয় তবে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে তাহা পূরণ করা হইবে।	**বাস্তবায়িত**। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮-এর ধারা ১৬ এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**বাস্তবায়িত**।

ধারা	চুক্তির বিষয়	বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের সর্বশেষ বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
গ. পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ			
গ.৯.	ক) পরিষদ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয় সাধন করাসহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে। ইহা ছাড়া অর্পিত বিষয়াদির দায়িত্ব পালনে তিন জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব কিংবা কোনরূপ অসংগতি পরিলক্ষিত হইলে আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।	**বাস্তবায়িত।** পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮-এর ধারা ২২(ক) এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**অবাস্তবায়িত।** আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও পরিষদের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করার ক্ষমতা কার্যকর করা হচ্ছে না। এ যাবৎ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অসহযোগিতার কারণে আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের উন্নয়ন কর্মকান্ডসহ যাবতীয় বিষয়াদি তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করা যাচ্ছে না। এ বিধান 'সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত' হয়েছে মর্মে সরকারের অভিমত সঠিক নয়। উল্লেখ্য যে, ১০ এপ্রিল ২০০১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে 'আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এর যথাযথ অনুসরণ এবং পার্বত্য জেলার উন্নয়ন কর্মকান্ডের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন' এর জন্য পরিপত্র জারি করা হয়। কিন্তু তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পরিপত্র অনুসারে কোন কার্যকর ভূমিকা রাখেনি। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির ২য় সভায় তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও তা বাস্তবায়ন করার জন্য এখনো কোন কার্যক্রম বা প্রক্রিয়া হাতে নেওয়া হয়নি।
	খ) এই পরিষদ পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে।	**বাস্তবায়িত।** পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮-এর ধারা ২২(খ) এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**অবাস্তবায়িত।** আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও বিধানটি কার্যকর হচ্ছে না। আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সাপেক্ষে পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ইত্যাদি স্থানীয় সরকার পরিষদগুলোর আইন পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য হবে মর্মে বিধান সংযোজনের প্রস্তাব কার্যকর করা হয়নি। পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়ে থাকে। সুতরাং পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮ এর সাথে সঙ্গতি রেখে সংশোধন করা বাঞ্ছনীয়। উল্লেখ্য, আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক উপজেলা পরিষদ আইন সংশোধনকল্পে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ সম্বলিত পত্র ২০০০ ও ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত হয়। সে বিষয়ে আজ অবধি কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। আরো উল্লেখ্য যে, আঞ্চলিক পরিষদ হতে বিষয়টি উপস্থাপনের প্রেক্ষিতে ২০০১ খ্রিস্টাব্দে আঞ্চলিক পরিষদ আইন যথাযথভাবে অনুসরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় হতে পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকগণকে পত্র প্রেরণ করা হয়। এরপরও বিষয়টি বাস্তবায়িত হয়নি।

ধারা	চুক্তির বিষয়	বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের সর্বশেষ বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
গ. পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ			
	গ) তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করিতে পারিবে।	**বাস্তবায়িত।** পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮-এর ধারা ২২(ঘ) এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**অবাস্তবায়িত।** আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও বিধানটি কার্যকর হচ্ছে না। তাই এখনো উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে পুলিশ বিভাগ এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ডেপুটি কমিশনারগণ পূর্বের মতো আইন লঙ্ঘন করে এ ক্ষমতা প্রয়োগ করে চলেছে। তিন পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারগণ পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, ১৯০০ অনুযায়ী পূর্বেকার মতো জেলার সাধারণ প্রশাসন সম্পর্কিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করে চলেছেন। অপরদিকে উক্ত শাসনবিধিতে আঞ্চলিক পরিষদ সম্পর্কে কোন বিধি উল্লেখিত না থাকায় আঞ্চলিক পরিষদকে সহযোগিতা করা থেকে ডেপুটি কমিশনারগণ বরবারই বিরত রয়েছেন। ফলে আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক জেলার সাধারণ প্রশাসন তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন কার্য পরিচালনা করা যাচ্ছে না। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন প্রণীত হবার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, ১৯০০ এর কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। এ প্রেক্ষিতে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে জারিকৃত স্মারকে বর্ণিত হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি সম্পূর্ণ বহাল ও কার্যকর থাকবে। আঞ্চলিক পরিষদ সরকারের নিকট উক্ত স্মারক বাতিল করে আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা আইনের সাপেক্ষে কার্যকর থাকবে মর্মে নতুন স্মারক জারি করার জন্য সুপারিশ পেশ করে। তদ্‌প্রেক্ষিতে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে পার্বত্য মন্ত্রণালয়কে বিধান জারিকরণ সংক্রান্ত নির্দেশনা দেওয়া হয়। তা এখনো কার্যকর করা হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৮৬১ সালের পুলিশ এ্যাক্ট ও ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির বিভিন্ন বিধি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ও আঞ্চলিক পরিষদ আইনের সাথে সাংঘর্ষিক। তাই ১৮৬১ সালের পুলিশ এ্যাক্ট ও ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি সংশোধন করা অপরিহার্য। সর্বোপরি আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে তিন পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারগণের (জেলা প্রশাসকগণের) Charter of Duties নির্ধারণ করা বাঞ্ছনীয়। তিন পার্বত্য জেলার আইন-শৃঙ্খলা ডেপুটি কমিশনার ও পুলিশ সুপার কর্তৃক চুক্তির পূর্বেকার সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে আসছে। সর্বোপরি ২০০১ সালে প্রতিস্থাপিত ‘অপারেশন উত্তরণ’ আদেশ অনুযায়ী সেনাবাহিনী পার্বত্য জেলার আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ে সহায়তা প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ করা থাকলেও সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়ন-এর ক্ষেত্রে স্থানীয় সেনা কর্তৃপক্ষ কার্যত নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক পার্বত্য জেলার আইন-শৃঙ্খলা তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত পরিপত্র ছাড়াও ১৭-০১-২০০০ “পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১২ নং আইন) মোতাবেক দায়িত্ব সম্পাদনের ক্ষেত্রে তিন পার্বত্য জেলায় কর্মরত জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সকল কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা

ধারা	চুক্তির বিষয়	বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের সর্বশেষ বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
গ. পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ			
			প্রদানের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয় হতে সার্কুলার জারি” করা হয়। তদ্‌সত্ত্বেও পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনার ও পুলিশ সুপার বা সংশ্লিষ্ট সেনা কর্তৃপক্ষ আঞ্চলিক পরিষদকে সহযোগিতা করার জন্য এগিয়ে আসেনি এবং আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে সম্পূর্ণভাবে পাশ কাটিয়ে পার্বত্য জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিচালনা করে চলেছে। ফলে আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক পার্বত্য জেলার আইন-শৃঙ্খলা তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করা যাচ্ছে না। সুতরাং আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের সাথে সংগতি রেখে বাংলাদেশ পুলিশ এ্যাক্ট ১৮৬১ ও ১৯০০ সালের শাসনবিধি সংশোধন করা বাঞ্ছনীয়। আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলার উন্নয়নের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য ১৭-০১-২০০০ তারিখে পার্বত্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সার্কুলার জারি করা হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল বা তিন পার্বত্য জেলার জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা, কার্যক্রম ও প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে পার্বত্য মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আঞ্চলিক পরিষদকে কদাচিৎ ইহার আইন অনুযায়ী সম্পৃক্ত বা অবহিত করা হয়। ফলে আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক পার্বত্য জেলার উন্নয়নের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করা যাচ্ছে না এবং পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ক্ষেত্রে অর্থের অপচয় ও জনস্বার্থ পরিপন্থী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন বন্ধ করা যাচ্ছে না। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রমে আঞ্চলিক পরিষদকে সম্পৃক্ত ও অবহিত করা বাঞ্ছনীয়। আইন অনুযায়ী তিন পার্বত্য জেলার আইন-শৃঙ্খলা তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করার জন্য দায়িত্ব আঞ্চলিক পরিষদের উপর অর্পিত হলেও আজ অবধি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা অনুসরণ করেনি। বরঞ্চ সেনা ও পুলিশ কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আদেশ অনুসরণ করে তাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব পালন করে চলেছে এবং কার্যত সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দমনের নামে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদে অকার্যকর করার তথা চুক্তি বাস্তবায়ন কার্যক্রম ব্যাহত করবার প্রচেষ্টা জোরদার করেছে।
	ঘ) আঞ্চলিক পরিষদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনাসহ এনজিওদের কার্যাবলী সমন্বয় সাধন করিতে পারিবে।	**বাস্তবায়িত**। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮-এর ধারা ২২(ছ) এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**অবাস্তবায়িত**। এই বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও কার্যকর করা হয়নি। ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ত্রাণ মন্ত্রণালয়, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষ আঞ্চলিক পরিষদকে অগ্রাহ্য করে চলেছে। বস্তুত তিন পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারদের হাতেই অদ্যাবধি এ দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে। আইনের ৪৬ ধারা অনুযায়ী প্রবিধানমালা প্রণয়ন করে আঞ্চলিক পরিষদ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। তদুদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সকল খাদ্য শস্য ও অর্থ আঞ্চলিক পরিষদের বাৎসরিক বাজেটে সংযুক্ত করা অপরিহার্য। সরকার এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না

ধারা	চুক্তির বিষয়	বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের সর্বশেষ বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
গ. পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ			
			করাতে আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক আজ অবধি এ কার্য পরিচালনা করা যায়নি। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ত্রাণ ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। এনজিওদের কার্যাবলী সমন্বয় সাধন করার জন্য আঞ্চলিক পরিষদ ইহার আইন অনুযায়ী প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক ২০০১ খ্রিস্টাব্দে "বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট বাংলাদেশী বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের (এনজিও) ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী" সম্পর্কিত পরিপত্র জারি করা হয়। আঞ্চলিক পরিষদ আইনের ৫৩ ধারা অনুসরণে পার্বত্য জেলার ও পাহাড়ি অধিবাসীদের জন্য কষ্টকর ও আপত্তিকর উক্ত পরিপত্রের কতিপয় বিষয় সম্পর্কে ইহার সুপারিশমালা পেশ করে। ২০১২ খ্রিস্টাব্দে সংশোধিত পরিপত্র জারি করা হয়। এ পরিপত্রে আঞ্চলিক পরিষদের কতিপয় সুপারিশ গৃহীত হলেও অধিকাংশ সুপারিশ গৃহীত হয়নি। ফলে আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কর্মরত এনজিওদের কার্যাবলী সমন্বয় সাধন করা দুরূহ হয়ে পড়েছে।
	ঙ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভুক্ত থাকিবে।	**বাস্তবায়িত**। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮-এর ধারা ২২(ঙ) এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**অবাস্তবায়িত**। আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও তা কার্যকর করা হয়নি। তিন পার্বত্য জেলায় নিয়োজিত বিচারকগণ বিচারের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত আইন, প্রথা ও পদ্ধতি অনুসরণ করেন না এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও সার্কেল চীফ-হেডম্যানদের মতামত গ্রহণ করেন না।
	চ) পরিষদ ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবে।	**বাস্তবায়িত**। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮-এর ধারা ২২(চ) এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**অবাস্তবায়িত**। চন্দ্রঘোনা রেয়ন ও পেপারমিলের পরিচালনা ও প্রশাসনে আঞ্চলিক পরিষদকে অদ্যাবধি উপেক্ষা করা হচ্ছে। মানিকছড়ির সিমুতাং গ্যাস ক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলনের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কোন আলোচনা করা হয়নি।
গ.১০.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবে। উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার যোগ্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন।	**বাস্তবায়িত**। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮-এর ধারা ২২(গ) এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**অবাস্তবায়িত**। এই বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত হলেও উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ উক্ত আইন মেনে চলছে না। আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কোন প্রকার সংযোগ না রেখেই উন্নয়ন বোর্ড ইহার সামগ্রিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এ বিধান 'বাস্তবায়িত' হয়েছে মর্মে সরকারের অভিমত সঠিক নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৬ এর স্থলে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৪' প্রণীত হয়। এ আইন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এরকম অনেক ধারা এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এ যাবৎ পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদকে সম্পূর্ণরূপে পাশ কাটিয়ে উন্নয়ন বোর্ড ইহার কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে, যা আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থাকে ক্ষুন্ন করছে এবং প্রশাসন ও উন্নয়নে জটিলতা সৃষ্টি করছে।

ধারা	চুক্তির বিষয়	বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের সর্বশেষ বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
গ. পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ			
			তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০১৪-এর উপর মতামত প্রদানকালে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ উক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০১৪ বাতিল ও বোর্ড বিলুপ্ত করার সুপারিশ পেশ করে। কিন্তু সরকার কোন সুপারিশ গ্রহণ করে নাই।
গ.১১.	১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও অধ্যাদেশের সাথে ১৯৮৯ সনের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের যদি কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হয় তবে আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে সেই অসংগতি আইনের মাধ্যমে দূর করা হইবে।	**বাস্তবায়িত**। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮-এর ধারা ৫২(২) এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**অবাস্তবায়িত**। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির কার্যকারিতা বিষয়ে ২৯/১০/১৯৯০ জারিকৃত স্মারক বাতিল করে পার্বত্য চুক্তি সাপেক্ষে কার্যকর করার দাবি করা সত্ত্বেও এখনো নতুন স্মারক জারি করা হয়নি। উল্লেখ্য, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০ বহাল এবং সম্পূর্ণ কার্যকর থাকবে মর্মে বিশেষ কার্যাদি (কল্যাণ) বিভাগ হতে একটি স্মারক জারি করা হয়। উক্ত স্মারক বাতিল করার এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইনের ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যবন্টনের বিধানাবলীর সাথে যতটুকু সংগতিপূর্ণ পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, ১৯০০ এর বিধানাবলী কেবল ততটুকু কার্যকর থাকবে মর্মে নূতন স্মারক জারি করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নিকট পত্র প্রেরণ করে। তদ্‌প্রেক্ষিতে ২০১৩ ও ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সংশ্লিষ্ট আইন পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করে। ২০১৫ ও ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে আঞ্চলিক পরিষদ প্রতিনিধিদলের সাথে অনুষ্ঠিত বৈঠকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের মুখ্য সচিব অনুকুল মত প্রকাশ করেন ও পার্বত্য মন্ত্রণালয়কে বিষয়টি সম্পর্কে অনতিবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা/পরামর্শ দেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় তা লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিভাগের নিকট প্রেরণ করে। ২৮/০৮/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিভাগের সিনিয়র সচিবের সভাপতিত্বে আঞ্চলিক পরিষদ প্রতিনিধি, পার্বত্য মন্ত্রণালয় ও লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিভাগ সমন্বয়ে এক মতবিনিময় সভা হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণীতে বর্ণিত হয় যে, সংশ্লিষ্ট আইনের পরিবর্তন ব্যতীত বিষয়টি নিষ্পত্তি করা সম্ভব নয়। অথচ উক্ত ১৯৯০ সনের স্মারক আদেশ বা পত্র দ্বারা বাতিল করা যায় ও নতুন স্মারক জারি করা যায়।
গ.১২.	পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করিয়া তাহার উপর পরিষদের প্রদেয় দায়িত্ব দিতে পারিবেন।	**বাস্তবায়িত**। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮-এর ধারা ৫৪ এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**আংশিক**। অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হলেও পরিষদ আইন যথাযথভাবে কার্যকর করা হচ্ছে না।

ধারা	চুক্তির বিষয়	বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের সর্বশেষ বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
গ. পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ			
গ.১৩.	সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে গেলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও ইহার পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করিবেন। তিনটি পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও উপজাতীয় জনগণের কল্যাণের পথে বিরূপ ফল হইতে পারে এইরূপ আইনের পরিবর্তন বা নুতন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পরিষদ সরকারের নিকট আবেদন অথবা সুপারিশমালা পেশ করিতে পারিবেন।	**বাস্তবায়িত**। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮-এর ধারা ৫৩ এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**অবাস্তবায়িত**। আইনের এই ধারা অনুসরণ করা হচ্ছে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আইন প্রণয়নে সরকার আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করছে না বা পরামর্শ নেয়া হলেও তা উপেক্ষা করা হচ্ছে। যেমন—পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০১৪, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন ২০১৪ প্রণয়নের সময় আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ/মতামত উপেক্ষা করা হয়। উল্লেখ্য যে, আঞ্চলিক পরিষদ আইনের ৫৩ ধারায় বর্ণিত বিধান অনুযায়ী কোন আইন প্রণয়ন বা সংশোধন করার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আঞ্চলিক পরিষদ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও পার্বত্য চট্টগ্রামে অঞ্চলের বিধানাবলী এবং পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও পাহাড়ি অধিবাসীদের কল্যাণের পথে বিরূপ ফল হতে পারে এ রূপ বিধানের পরিবর্তন বা সংশোধনের জন্য পরামর্শ প্রদান করে এসেছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ চাওয়া হয়নি বা আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ গৃহীত হয়নি। আরো উল্লেখ্য যে, চুক্তি উত্তরকালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন আইন প্রণয়ন বা সংশোধন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট আইনসমূহে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রযোজ্যতা সম্পর্কে কোন বিধান রাখা হয়নি বা বিভিন্ন ধারা-উপধারায় অনুরূপ কোন বিধান সন্নিবেশ করা হয়নি।
গ.১৪.	নিম্নোক্ত উৎস হইতে পরিষদের তহবিল গঠন হইবে: ক) জেলা পরিষদের তহবিল হইতে প্রাপ্ত অর্থ; খ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত অর্থ বা মুনাফা; গ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ঋণ ও অনুদান; ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান; ঙ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হইতে মুনাফা; চ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত যে কোন অর্থ; ছ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।	**বাস্তবায়িত**। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮-এর ধারা ৩২ এ বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কমিটি ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে।	**আংশিক বাস্তবায়িত**। শুধুমাত্র তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের তহবিল থেকে ১০% হারে অর্থ অনিয়মিতভাবে পরিষদ তহবিলে প্রদান করা হচ্ছে।

ধারা	চুক্তির বিষয়	বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের সর্বশেষ বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
ঘ. পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী			
ঘ.১.	ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থানরত উপজাতীয় শরণার্থীদের দেশে ফিরাইয়া আনার লক্ষ্যে সরকার ও উপজাতীয় শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ০৯ মার্চ '৯৭ইং তারিখে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী ২৮শে মার্চ '৯৭ইং হইতে উপজাতীয় শরণার্থীগণ দেশে প্রত্যাবর্তন শুরু করেন। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকিবে এবং এই লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির পক্ষ হইতে সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা প্রদান করা হইবে। তিন পার্বত্য জেলার আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণ করিয়া একটি টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।	**বাস্তবায়িত**। টাস্ক ফোর্স গঠিত হয়েছে। এর কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	**আংশিক বাস্তবায়িত**। চুক্তির এ বিধান অনুযায়ী ভারত প্রত্যাগত ১২,২২২ টি পাহাড়ি শরণার্থী পরিবারের ৬৪,৬০৯ জন শরণার্থীকে আর্থিক সুবিধাদি প্রদান করা হয়েছে। তবে ৯,৭৮০ পরিবার তাদের ভিটেমাটি ও জায়গা-জমি ফেরৎ পায়নি, ৮৯০ পরিবার হালের গরুর টাকা পায়নি, ৮৭৯ জন প্রত্যাগত শরণার্থীর ব্যাংক ঋণ মওকুফ করা হয়নি। পূর্বের চাকরিতে পুনর্বহালকৃত ২৬২ জন শরণার্থীর মধ্যে ১৪ জন এখনো জ্যেষ্ঠতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি পায়নি। ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের গ্রাম হতে স্থানান্তরিত বা বেদখলকৃত ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫টি বাজার ও ৭টি মন্দির পুনর্বহাল করা হয়নি। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন ফেনী উপত্যকার মাটিরাংগা, মানিকছড়ি ও রামগড় উপজেলায়, মাইনী উপত্যকার দীঘিনালা ও চেঙ্গী উপত্যকার মহালছড়ি উপজেলায় এবং রাংগামাটি পার্বত্য জেলাধীন মায়নী ও কাচলং উপত্যকার লংগদু উপজেলায় অবস্থিত ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের ৪০টি গ্রাম, ভিটে-মাটি ও জায়গা-জমি এখনো সেটেলার বাঙালিদের পুরো দখলে রয়েছে। এ বিধান 'সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত' হয়েছে মর্মে সরকারের অভিমত সঠিক নয়। এছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যের শরণার্থী শিবির থেকে স্বউদ্যোগে ও ১৬-দফা প্যাকেজ চুক্তি মোতাবেক প্রত্যাগত প্রায় ৫৪ হাজার শরণার্থী রেশন প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত রয়েছে। এসব শরণার্থীদের রেশন প্রদানের জন্য ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্সের সভায় আলোচনা অনুষ্ঠিত হলেও সে বিষয়ে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। টাস্ক ফোর্স গঠিত হলেও পার্বত্য চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরকারী জনসংহতি সমিতির সাথে কোনরূপ আলোচনা না করে একতরফাভাবে গত ৩১ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে সর্বশেষ গঠিত টাস্ক ফোর্স কমিটিতে তিন পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আরো উল্লেখ্য যে, গত ২২ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে টাস্কফোর্সের সর্বশেষ সভা (১০ম সভা) অনুষ্ঠিত হওয়ার চার বছর পর টাস্কফোর্স বিধি-বহির্ভূতভাবে অতি স্বল্প নোটিশে গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ সভা ডেকেছে। ফলে জনসংহতি সমিতি ও জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দ সভায় উপস্থিত থাকতে পারেননি। চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে ২২ অক্টোবর ২০২৫ টাস্কফোর্সের ১২তম সভা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেয়া হয়। টাস্তফোর্সের সভা ঘোষণার পর থেকেই সেনাবাহিনীর সমর্থিত সেটেলার বাঙালিদের বিভিন্ন সংগঠন নানা ধরনের ষড়যন্ত্র মাধ্যমে সভাটি ভন্ডুল করার চেষ্টা চালাতে থাকে। ফলে ১৯ অক্টোবর ২০২৫ চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার ও টাস্কফোর্সের সদস্য সচিব ড. মো. জিয়াউদ্দীন স্বাক্ষরিত এক নোটিশে টাস্কফোর্সের সভাটি স্থগিত করা হয়।

ধারা	চুক্তির বিষয়	বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের সর্বশেষ বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
ঘ. পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী			
ঘ.২.	সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন এবং উপজাতীয় শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পর সরকার এই চুক্তি অনুযায়ী গঠিতব্য আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে যথাশীঘ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপ কাজ শুরু এবং যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করতঃ উপজাতীয় জনগণের ভূমি মালিকানা চূড়ান্ত করিয়া তাহাদের ভূমি রেকর্ডভুক্ত ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত করিবেন।	**বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান।** ভূমি জরিপ কাজ এখনো শুরু হয়নি। ভূমি কমিশন প্রথমত ভূমির বিবাদ নিষ্পত্তি করবে, তারপর জরিপের কাজ করবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৬ মহান জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হয়েছে এবং ১৩ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে তা জারী করা হয়েছে। উক্ত আইনের আওতায় বিধিমালা প্রণয়নের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে খসড়া বিধিমালা, ২০১৬ প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন বিধিমালা, ২০১৬ প্রণয়নের কাজ ভূমি মন্ত্রণালয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।	**অবাস্তবায়িত।** ২৭ জুন ১৯৯৮ তারিখ খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে অনুষ্ঠিত টাস্ক ফোর্সের তৃতীয় সভায় পার্বত্য জেলার আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু বলতে যে সংজ্ঞা নির্ধারিত হয় তা নিম্নরূপ: "১৯৭৫ সনের ১৫ আগস্ট হতে ১৯৯২ সনের ১০ আগষ্ট (অস্ত্র বিরতির শুরুর দিন পর্যন্ত) পার্বত্য চট্টগ্রামে (খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান) দীর্ঘ অশান্ত ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে যে সকল উপজাতি নিজ গ্রাম, মৌজা, অঞ্চল ত্যাগ করে স্বদেশের মধ্যে অন্যত্র চলে গেছেন বা চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন তারা আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসাবে বিবেচিত হবেন।" ১৩-০৯-২০১৪ তারিখে টাস্ক ফোর্স সভায় আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তু পরিবারদেরকে রেশনসহ অন্যান্য আর্থিক সুবিধা প্রদানের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং উক্ত সিদ্ধান্ত সম্বলিত কার্যবিবরণী ২৮-০২-২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত টাস্ক ফোর্স সভায় অনুমোদিত হয়। তবে উক্ত সিদ্ধান্ত এখনো বাস্তবায়িত হয়নি।
ঘ.৩.	সরকার ভূমিহীন বা দুই একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করিতে পরিবার প্রতি দুই একর জমি স্থানীয় এলাকায় জমির লভ্যতা সাপেক্ষে বন্দোবস্ত দেওয়া নিশ্চিত করিবেন। যদি প্রয়োজনমত জমি পাওয়া না যায় তাহা হইলে সেক্ষেত্রে টিলা জমির (গ্রোভল্যান্ড) ব্যবস্থা করা হইবে।	**বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান।**	**অবাস্তবায়িত।** বিগত ২৬ বছর ধরে সরকার ভূমিহীন বা দুই একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারদেরকে ভূমি বন্দোবস্তী দেয়ার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। উল্লেখ্য ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়টি এখনো পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হয়নি। তাই ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কোন বিধান প্রণয়ন করা যায়নি। ফলে অবৈধভাবে বন্দোবস্ত, পর্যটন ও উন্নয়নের নামে বিভিন্ন সংস্থা ও কর্তৃপক্ষ এবং বহিরাগত সেটেলারগণ নানাভাবে পাহাড়িদের জায়গা-জমি বেদখল করছে।
ঘ.৪.	জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠিত হইবে। পুনর্বাসিত শরণার্থীদের জমিজমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা ছাড়াও এযাবৎ	**আংশিক বাস্তবায়িত।** ভূমি কমিশন গঠিত হয়েছে এবং এর কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	**অবাস্তবায়িত।** ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন গঠন করা হয়ে আসছে। ২০০১ খ্রিস্টাব্দে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১' প্রণীত হয়। উক্ত আইনে চুক্তির সাথে বিরোধাত্মক কতিপয় ধারা অন্তর্ভুক্ত হয়। গত ৬ অক্টোবর ২০১৬ জাতীয় সংসদে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৬ পাশের মধ্য দিয়ে আইনটির বিরোধাত্মক ধারা সংশোধন করা হয়েছে। আইন সংশোধনের

ধারা	চুক্তির বিষয়	বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের সর্বশেষ বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
ঘ. পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী			
	যেইসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হইয়াছে সেই সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিলকরণের পূর্ণ ক্ষমতা এই কমিশনের থাকিবে। এই কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল চলিবে না এবং এই কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। ফ্রিঞ্জল্যান্ড (জলেভাসা জমি) এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে।		পর ভূমি কমিশনের বিধিমালার খসড়া তৈরি করে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের তরফ থেকে ০১ জানুয়ারি ২০১৭ ভূমি মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়েছে। কিন্তু সরকার এখনো সেই বিধিমালা চূড়ান্ত করেনি। এর ফলে ভূমি কমিশনের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির কাজ এখনো শুরু করা যায়নি। গত ২৮ আগস্ট ২০২৫ ভূমি মন্ত্রণালয়ের জরিপ-২ শাখা থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপন মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মুহাম্মদ আব্দুল হাফিজ'কে। নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগ পাওয়ার পর ১৯ অক্টোবর ২০২৫ কমিশনের সভা আহ্বান করা হয়। কিন্তু সেনামদদপুষ্ট সেটেলার বাঙালিদের ছাত্র সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র পরিষদ (পিসিসিপি)-এর হরতালের হুমকিতে ১৬ অক্টোবর ২০২৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি নিষ্পত্তি বিরোধ কমিশন সচিব (যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ) মোহাম্মদ সাহাব উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই সভাটি স্থগিত করা হয়। এর আগে প্রশাসনের ছত্রছায়ায় সেটেলারদের সাম্প্রদায়িক সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদের হরতালের কারণে ৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ রাঙ্গামাটিতে আহূত ভূমি কমিশনের সভাও বাতিল করা হয়েছিল।
ঘ.৫.	এই কমিশন নিম্নোক্ত সদস্যদের লইয়া গঠন করা হইবে: ক) অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি; খ) সার্কেল চীফ (সংশ্লিষ্ট); গ) আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি; ঘ) বিভাগীয় কমিশনার/অতিরিক্ত কমিশনার ঙ) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট)।	**বাস্তবায়িত**। ভূমি কমিশন গঠিত হয়েছে এবং এর কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	ভূমি কমিশন গঠিত হয়েছে তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশনের পর্যাপ্ত জনবল, তহবিল ও পরিসম্পদ নেই। খাগড়াছড়ি জেলায় কমিশনের প্রধান কার্যালয় এবং রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ কার্যালয়ে যথাক্রমে রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলায় শাখা কার্যালয় স্থাপিত হলেও তহবিল, জনবল ও পরিসম্পদের অভাব রয়েছে। বর্তমানে ভূমি কমিশনের কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে ও চেয়ারম্যানের মেয়াদ শেষ হয়েছে। নতুন চেয়ারম্যান এখনো নিযুক্ত করা হয়নি।
ঘ.৬.	ক) কমিশনের মেয়াদ তিন বৎসর হইবে। তবে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে ইহার মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাইবে।	**বাস্তবায়িত**। বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়টি ভূমি কমিশনের এখতিয়ারভুক্ত। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৬ মহান জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হয়েছে এবং ১৩ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে তা জারী করা হয়েছে। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন বিধিমালা, ২০১৬ প্রণয়নের কাজ ভূমি মন্ত্রণালয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।	**বাস্তবায়িত**।

ধারা	চুক্তির বিষয়	বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের সর্বশেষ বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
ঘ. পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী			
	খ) কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তি করিবেন।	**বাস্তবায়িত**। বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়টি ভূমি কমিশনের এখতিয়ারভুক্ত। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৬ মহান জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হয়েছে এবং ১৩ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে তা জারী করা হয়েছে। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন বিধিমালা, ২০১৬ প্রণয়নের কাজ ভূমি মন্ত্রণালয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।	**অবাস্তবায়িত**। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১-এ কেবলমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন ও রীতি অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তির কথা বলা হয়েছে। পরে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৬ পাশের মধ্য দিয়ে আইনে যথাযথভাবে সংযোজিত হয়েছে। আইন সংশোধনের পর ভূমি কমিশনের বিধিমালার খসড়া তৈরি করে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের তরফ থেকে ০১ জানুয়ারি ২০১৭ ভূমি মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়েছে। কিন্তু সরকার এখনো সেই বিধিমালা চূড়ান্ত করেনি। এর ফলে ভূমি কমিশনের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির বিচারিক কাজ এখনো শুরু করা যায়নি।
ঘ.৭.	যে উপজাতীয় শরণার্থীরা সরকারের সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন অথচ বিবাদমান পরিস্থিতির কারণে ঋণকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারেন নাই সেই ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।	**বাস্তবায়িত ও চলমান**। ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থীদের খেলাপী ঋণ সংক্রান্ত প্রথম দফায় ৬৪২ জনের ঋণ মওকুফ পূর্বক সমন্বয় করা হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় ৭১৯ জনের মধ্যে ৩৩ জনের ঋণ ইতোমধ্যেই স্ব উদ্যোগে সমন্বয় করা হয়। অবশিষ্ট ৬৮৬ জনের অপরিশোধিত খেলাপী ঋণ মওকুফকরণের বিষয়ে জেলা প্রশাসকের মতামত ও তালিকা চাওয়া হয়। সে প্রেক্ষিতে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে ২২/০৯/২০১৫ তারিখে ৬৮৬ জনের একটি তালিকা, ৩৩ জনের একটি তালিকা এবং নতুন ১৬০ জনের একটি তালিকা মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গিয়েছে। যা অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সর্বশেষ গত ০৭/১১/২০১৯ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে ঋণ মওকুফ সংক্রান্ত বিষয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	**অবাস্তবায়িত**। ৮৭৯ জন প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের ব্যাংক ঋণ এখনো মওকুফ করা হয়নি।

	চুক্তির বিষয়	বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের সর্বশেষ বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
ঘ. পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী			
ঘ.৮.	রাবার চাষের ও অন্যান্য জমি বরাদ্দ: যে সকল অ-উপজাতীয় ও অ-স্থানীয় ব্যক্তিদের রাবার বা অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে যাহারা গত দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেন নাই বা জমি সঠিক ব্যবহার করেন নাই সে সকল জমির বন্দোবস্ত বাতিল করা হইবে।	**বাস্তবায়িত।** বিগত সংসদের মেয়াদকালে পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৪র্থ বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে যারা শর্ত পালন সাপেক্ষে র াবার বাগান করার জন্য জমি বন্দোবস্ত নিয়েছিল কিন্তু তারা লীজের শর্ত ভংগ করে। বিদ্যমান বিধি বিধানের আওতায় তাদের লীজ বাতিল করা হয়েছে।	**অবাস্তবায়িত।** আশি ও নব্বই দশকে বান্দরবান সদর, লামা, আলিকদম ও নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় সমতল জেলার অধিবাসীদের নিকট সর্বমোট ১,৮৭৭ প্লটের বিপরীতে প্রায় ৪৬,৭৫০ একর জমি ইজারা দেয়া হয়েছে। ২০ জুলাই ও ১৮ আগস্ট ২০০৯ যথাক্রমে খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় বান্দরবান জেলায় অ-স্থানীয়দের নিকট প্রদত্ত ইজারার মধ্যে যে সমস্ত ভূমিতে এখনো চুক্তি মোতাবেক কোন রাবার বাগান ও উদ্যান চাষ করা হয়নি সে সমস্ত ইজারা বাতিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে বান্দরবান জেলা প্রশাসক কর্তৃক ৫৯৩টি প্লটের প্রায় ১৫,০০০ একর জমি এবং রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রায় ৩৫০ একর ভূমি লীজ বাতিল করা হয়। তবে বান্দরবান পার্বত্য জেলা প্রশাসন কর্তৃক উক্ত সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে লীজ বাতিলের দু' মাসের মাথায় স্মারক নং- জেপ্রবান/লীজ মো: নং-১০৬০(ডি)/৮০-৮১/২০০৯ তারিখ ১৯/১১/২০০৯ মূলে বাতিলকৃত প্লটগুলোর মধ্যে প্রায় অধিকাংশ প্লট পুনরায় বহাল করা হয়। অন্যদিকে অবশিষ্ট প্লট কাগজে কলমে বাতিল করা হলেও এখনো সে সব প্লট লীজ গ্রহীতাদের দখলে রয়েছে। লীজের নামে বিভিন্ন কোম্পানী জুম্মদের জুমভূমি ও মৌজাভূমি জবরদখল ও জুম্মদেরকে স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ করে চলেছে। তার অন্যতম উদাহরণ হলো লামা রাবার ইন্ডাষ্টিজ লিমিটেড কর্তৃক স্থানীয় প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর সহায়তায় লামা উপজেলার সরই ইউনিয়নের তিনটি ম্রো ও ত্রিপুরা গ্রামের জুমভূমি জবরদখল করা হয়েছে। এলক্ষ্যে ২০২২ সালের এপ্রিল থেকে লামা রাবার ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড তিনটি জুম্ম গ্রামে এক ডজনের অধিক বার হামলা ও অগ্নিসংযোগ করে।
ঘ.৯.	সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করিবেন। এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করিবেন এবং সরকার এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করিবেন। সরকার এই অঞ্চলে পরিবেশ বিবেচনায় রাখিয়া দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের জন্য পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নে উৎসাহ যোগাইবেন।	**বাস্তবায়িত।** পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল মানুষের উন্নয়নে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত আছে। জেলা পরিষদের নিকট স্থানীয় পর্যটন হস্তান্তরিত হয়েছে। এ অঞ্চলের পরিবেশ ও উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর জীবনধারা ও সংস্কৃতি অক্ষুণ্ন রেখে পার্বত্যবাসীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	**অবাস্তবায়িত।** স্থানীয় পর্যটন অর্থাৎ পার্বত্য জেলার পর্যটন বিষয়টি ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের নিকট হস্তান্তরিত হলেও তা যথাযথভাবে হস্তান্তরিত হয়নি। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের বা অন্য কোন সংস্থার দ্বারা পরিচালিত কোন দপ্তর ও পর্যটন কেন্দ্র পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের নিকট হস্তান্তরিত হয়নি। কেবল পার্বত্য জেলা পরিষদের নিজস্ব অর্থায়নে গৃহীত পর্যটন প্রকল্প ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের এখতিয়ার রাখা হয়নি, যা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে সম্পূর্ণভাবে বিরোধাত্মক। পক্ষান্তরে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ও আঞ্চলিক পরিষদ আইন লঙ্ঘন করে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা ও কর্তৃপক্ষ, সেনাবাহিনী এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান তিন পার্বত্য জেলায় পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করে চলেছে। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে যে চুক্তিনামার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যটন কার্যাবলী হস্তান্তর করা হয়েছে উহা বাতিল করে নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে উক্ত স্থানীয় পর্যটন বিষয়টির সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহ পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট পূর্ণাঙ্গভাবে হস্তান্তর করার জন্য আঞ্চলিক পরিষদ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে ২০১৫

	চুক্তির বিষয়	বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের সর্বশেষ বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
ঘ. পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী			
			খ্রিস্টাব্দে বৈঠক করে এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্বাহী আদেশে হস্তান্তরকল্পে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু আজ অবধি তা বাস্তবায়ন করা হয়নি। আরো উল্লেখ্য যে, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন মহল কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) বিভিন্ন রিসোর্ট, পর্যটন কেন্দ্র, হোটেল-মোটেল নির্মাণসহ নানা প্রকল্পের মাধ্যমে জুম্মদের জুম ভূমি ও মৌজাভূমি জবরদখল করে চলেছে। যেমন— বান্দরবানের চিম্বুক পাহাড়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান 'সেনা কল্যাণ ট্রাস্ট' ও বিতর্কিত সিকদার গ্রুপ (আরএন্ডআর হোল্ডিংস) এর যৌথ বিনিয়োগে নির্মাণাধীন বিলাসবহুল পাঁচ তারকা হোটেল ও বিনোদন পার্ক। এই প্রকল্পের ফলে ম্রোদের আনুমানিক ১০০০ একর ভোগদখলীয় ও চাষের ভূমি বেদখল হওয়ার আশংকা রয়েছে। যার ফলে আমাদের ৬টি পাড়া সরাসরি উচ্ছেদের মুখে পড়বে এবং ১১৬টি পাড়ার আনুমানিক ১০ হাজার বাসিন্দার ঐতিহ্যবাহী জীবিকা, চাষের ভূমি, ফলজ বাগান, পবিত্র জায়গা, শশ্মান ঘাট ও পানির উৎসগুলো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এছাড়া ম্রোদের সংরক্ষিত পাড়াবন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য অচিরেই ধ্বংস হবে। আরও অভিযোগ রয়েছে, সেনাবাহিনী কর্তৃক রিসোর্ট, রেস্টুরেন্ট, শপিং সেন্টার ইত্যাদি স্থাপনের জন্য চিম্বুক পাহাড়ের ডলা ম্রো পাড়া (জীবন নগর), কাপ্রু ম্রো পাড়া (নীলগিরি), চিম্বুক ষোল মাইল, ওয়াই জংশন (১২ মাইল), রুমার কেওক্রাডং পাহাড়ের কেওক্রাডং চূড়া, বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেকের রুইলুই মৌজা ইত্যাদি এলাকায় বসবাসরত হতদরিদ্র ও সার্বিকভাবে অনগ্রসর জুম্মদের বিপুল পরিমাণ জুম ভূমি বেদখলের চেষ্টা চালানো হচ্ছে।
ঘ.১০.	কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান: চাকরি ও উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত সরকার উপজাতীয়দের জন্য সরকারি চাকরি ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখিবেন। উপরোক্ত লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য সরকার অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করিবেন। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদান করিবেন।	**বাস্তবায়িত**। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে উপজাতীয়দের জন্য সীট সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু গত ৪ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে ১ম ও ২য় শ্রেণির সরকারী চাকুরীতে বিদ্যমান কোটা ব্যবস্থা বাতিল করা হয়েছে।	**আংশিক বাস্তবায়িত**। দেশে ছাত্র সমাজের কোটা সংস্কার আন্দোলনের প্রেক্ষিতে সরকার গত ৪ অক্টোবর ২০১৮ নবম গ্রেড (আগের প্রথম শ্রেণি) এবং দশম থেকে ১৩তম গ্রেডের (আগের দ্বিতীয় শ্রেণি) পদে উপজাতি কোটাসহ বিদ্যমান সকল কোটা পদ্ধতি বাতিল করে। তবে বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য কোটা অব্যাহত রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও কোটার আসন সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ বিধান 'সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত' হয়েছে মর্মে সরকারের অভিমত সঠিক নয়।

	চুক্তির বিষয়	বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের সর্বশেষ বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
ঘ. পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী			
ঘ.১১.	উপজাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য সরকার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সচেষ্ট থাকিবেন। সরকার উপজাতীয় সংস্কৃতির কর্মকান্ডকে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা করিবেন।	**বাস্তবায়িত**। সরকার উপজাতীয় সংস্কৃতির কর্মকান্ডকে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করার লক্ষ্যে তিন পার্বত্য জেলায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছে। সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটগুলোতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে অনুদান দেওয়া হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে ২৩ক উপ-অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের উপজাতি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, জাতিসত্তাসমূহের ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ও সংরক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।	**অবাস্তবায়িত**। পাহাড়িদের কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা এখনো নিশ্চিত হয়নি। পাহাড়িদের সংস্কৃতির কর্মকান্ডকে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করার যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তার অভাব রয়েছে। সংবিধানে পাহাড়িদেরকে বাঙালি হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। সংবিধানের ২৩ক অনুচ্ছেদের বর্ণিত বিধানের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন ভাষাভাষী পাহাড়ি জাতিসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতি পরিপূরণ হয়নি। আঞ্চলিক পরিষদের কোন মতামত ছাড়াই ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০ প্রণীত হয়েছে। উপজাতীয়দের কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় ও বিকাশের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।
ঘ.১২.	জনসংহতি সমিতি ইহার সশস্ত্র সদস্যসহ সকল সদস্যের তালিকা এবং ইহার আয়ত্তাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন অস্ত্র ও গোলাবারুদের বিবরণী এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।	**বাস্তবায়িত**। চুক্তি অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	**বাস্তবায়িত**।
ঘ.১৩.	সরকার ও জনসংহতি সমিতি যৌথভাবে এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে অস্ত্র জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করিবেন। জনসংহতি সমিতির তালিকাভূক্ত সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করার পর তালিকা অনুযায়ী জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারবর্গের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের জন্য সব রকমের নিরাপত্তা প্রদান করা হইবে।	**বাস্তবায়িত**। চুক্তি অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত।

	চুক্তির বিষয়	বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের সর্বশেষ বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
ঘ. পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী			
ঘ.১৪.	নির্ধারিত তারিখে যে সকল সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিবেন সরকার তাহাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করিবেন। যাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা আছে সরকার ঐ সকল মামলা প্রত্যাহার করিয়া নিবেন।	**বাস্তবায়িত।** পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে চুক্তির পরে ২৫২৪ জনের বিরুদ্ধে আনীত ৯৯৯টি মামলার তালিকা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে ৮৪৪টি মামলা যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। তার মধ্যে ৭২০টি মামলা প্রত্যাহারের নিমিত্তে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	**আংশিক বাস্তবায়িত।** জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে সরকারের নিকট ২৫২৪ জনের বিরুদ্ধে আনীত ৮৩৯টি মামলার তালিকা পেশ করা হয়। ডেপুটি কমিশনারের নেতৃত্বে গঠিত মামলা প্রত্যাহার সংক্রান্ত তিনটি পার্বত্য জেলা কমিটি যাচাই-বাছাই পূর্বক ৭২০টি মামলা প্রত্যাহার করার জন্য সুপারিশসহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিকট পত্র প্রেরণ করে। কিন্তু আজ অবধি উক্ত মামলাগুলো প্রত্যাহার সংক্রান্ত কোন গেজেট জারি করা হয়নি। এছাড়া অবশিষ্ট ১১৯টি মামলা প্রত্যাহার বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। উল্লেখ্য, সাজাপ্রাপ্ত ৪৩ টি মামলার সাথে জড়িত ব্যক্তিরা মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট ক্ষমার আবেদন করেছেন। উক্ত আবেদনগুলো এখনো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে মাননীয় রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরিত হয়নি। অধিকন্তু মামলা সংক্রান্ত তিনটি পার্বত্য জেলা কমিটি সামরিক আদালতে দায়েরকৃত মামলাগুলোর এখনো কোন সন্ধান পায়নি।
ঘ.১৫.	নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে কেহ অস্ত্র জমা দিতে ব্যর্থ হইলে সরকার তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিবেন।	**বাস্তবায়িত।** চুক্তি অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	**বাস্তবায়িত।**
ঘ.১৬.	জনসংহতি সমিতির সকল সদস্য স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর তাদেরকে এবং জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপের সাথে জড়িত স্থায়ী বাসিন্দাদেরকেও সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হইবে।	**বাস্তবায়িত।** স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে সারাধণ ক্ষমা প্রদর্শনের প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়েছে।	**বাস্তবায়িত।**
	ক) জনসংহতি সমিতির প্রত্যাবর্তনকারী সকল সদস্যকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পরিবার প্রতি এককালীন ৫০,০০০/= টাকা প্রদান করা হইবে।	**বাস্তবায়িত।** চুক্তি অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	**বাস্তবায়িত।**
	খ) জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতারি পরোয়ানা, হুলিয়া জারি অথবা অনুপস্থিতকালীন সময়ে বিচারে শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে, অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক	**বাস্তবায়িত।** চুক্তির পর ২৫২৪ জনের বিরুদ্ধে আনীত ৯৯৯টি মামলা জমা দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে ৮৪৪টি মামলা যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। তার মধ্যে ৭২০টি মামলা প্রত্যাহারের নিমিত্তে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	**আংশিক বাস্তবায়িত।** এ বিধান অনুসারে জেলে অন্তরীণ ১৯ জন জনসংহতি সমিতির সদস্যকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। তবে ৭২০টি মামলা প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও আজ অবধি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে গেজেট জারি করা হয়নি।

	চুক্তির বিষয়	বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের সর্বশেষ বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
ঘ. পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী			
	জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাহাদের বিরুদ্ধে সকল মামলা, গ্রেফতারি পরোয়ানা এবং হুলিয়া প্রত্যাহার করা হইবে এবং অনুপস্থিতকালীন সময়ে প্রদত্ত সাজা মওকুফ করা হইবে। জনসংহতি সমিতির কোন সদস্য জেলে আটক থাকিলে তাহাকেও মুক্তি দেওয়া হইবে।		
	গ) অনুরূপভাবে অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর কেবলমাত্র জনসংহতি সমিতির সদস্য ছিলেন কারণে কাহারো বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা শাস্তি প্রদান বা গ্রেফতার করা যাইবে না।	**বাস্তবায়িত**। চুক্তি অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	**বাস্তবায়িত**।
	ঘ) জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য সরকারের বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু বিবাদমান পরিস্থিতির জন্য গৃহীত ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেন নাই তাহাদের উক্ত ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।	**বাস্তবায়িত**। ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থীদের খেলাপী ঋণ সংক্রান্ত প্রথম দফায় ৬৪২ জনের ঋণ মওকুফ পূর্বক সমন্বয় করা হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় ৭১৯ জনের মধ্যে ৩৩ জনের ঋণ ইতোমধ্যেই স্ব উদ্যোগে সমন্বয় করা হয়। অবশিষ্ট ৬৮৬ জনের অপরিশোধিত খেলাপি ঋণ মওকুফকরণের বিষয়ে জেলা প্রশাসকের মতামত ও তালিকা চাওয়া হয়। সে প্রেক্ষিতে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে গত ২২/০৯/২০১৬ তারিখে ৬৮৬ জনের একটি তালিকা, ৩৩ জনের একটি তালিকা এবং নতুন ১৬০ জনের একটি তালিকা মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গিয়েছে। যা অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	**অবাস্তবায়িত**। প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির মোট ৪ (চার) জন সদস্য কর্তৃক গৃহীত ২২,৭৮৩ টাকা ব্যাংক ঋণ মওকুফ করার জন্য সরকারের নিকট তালিকা পেশ করা হয়। তা এখনো মওকুফ করা হয়নি।

	চুক্তির বিষয়	বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের সর্বশেষ বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
ঘ. পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী			
	ঙ) প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মধ্যে যাহারা পূর্বে সরকার বা সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত ছিলেন তাহাদেরকে স্ব স্ব পদে পুনর্বহাল করা হইবে এবং জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারের সদস্যদের যোগ্যতা অনুসারে চাকরিতে নিয়োগ করা হইবে। এইক্ষেত্রে তাহাদের বয়স শিথিল সংক্রান্ত সরকারি নীতিমালা অনুসরণ করা হইবে।	**বাস্তবায়িত**। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাইবাছাই শেষে ২৬২ জনের তালিকা গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে। এবং উক্ত ২৬২ জন সদস্যদের সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত বিশেষ সুবিধা বিধিমালা জারী করা হয়েছে। বর্তমানে ২৬২ জনের বকেয়া বেতন/ ভাতাদি/ আনুতোষিক প্রদানের লক্ষ্যে আর্থিক সংশ্লেষ সহ বিবরণ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সে আলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহে কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	**আংশিক বাস্তবায়িত**। পূর্বে চাকরিতে কর্মরত ছিলেন এমন ৭৮ জন প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যের তালিকা সরকারের নিকট পেশ করা হয়। তন্মধ্যে ৬৪ জনকে চাকরিতে পুনর্বহাল করা হয়। তাদেরকে জ্যেষ্ঠতা ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রদানের জন্য ২০১৫ সালের ২৯ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় "তালিকাভুক্ত কর্মচারী (বিশেষ সুবিধাদি) বিধিমালা, ২০১৫" নামে একটি বিধিমালা প্রণয়ন করে। উক্ত বিধিমালা অনুসারে সংশ্লিষ্ট অনেক কর্মচারী সংশ্লিষ্ট সুবিধাদি পাচ্ছেন। তবে তালিকাভুক্তদের মধ্যে এখনো অনেকে উক্ত সুবিধাদি পাননি। উল্লেখ্য যে, কতিপয় সংশ্লিষ্ট কর্মচারী উক্ত তালিকাভুক্ত কর্মচারীর তালিকাতে বাদ থেকে যায়। আঞ্চলিক পরিষদ হতে এ বিষয়টি সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট ইতোপূর্বে তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমানে তাদের বিষয়টি সরকার কর্তৃক বিবেচনার দাবী রাখে। প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে যোগ্যতা অনুসারে চাকরিতে নিয়োগ ও তাদের বয়স শিথিল করা হচ্ছে না।
	চ) জনসংহতি সমিতির সদস্যদের কুটির শিল্প ও ফলের বাগান প্রভৃতি আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের সহায়তার জন্য সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ গ্রহণের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।	**বাস্তবায়িত**। এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	**অবাস্তবায়িত**। চুক্তির এ বিধান বাস্তবায়িত হয়নি। জনসংহতি সমিতির সদস্যদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৮ সনের জুন-জুলাই মাসে জনসংহতি সমিতি সদস্যদের দাখিলকৃত ১৪২৯টি আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে এযাবৎ কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।
	ছ) জনসংহতি সমিতির সদস্যগণের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইবে এবং তাহাদের বৈদেশিক বোর্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট বৈধ বলিয়া গণ্য করা হইবে।	**বাস্তবায়িত**। বৈদেশিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত সনদ বৈধ বলে গণ্য করা হয়েছে। জনসংহতি সমিতির সদস্যদের ছেলেমেয়েদের পড়া-শুনা সুযোগ-সুবিধার বিষয় চলমান রয়েছে।	**আংশিক বাস্তবায়িত**। প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যগণের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার বৈদেশিক বোর্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট বৈধ করা হয়েছে। তবে প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যগণের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার জন্য এযাবৎ কোন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়নি।

	চুক্তির বিষয়	বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের সর্বশেষ বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
ঘ. পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী			
ঘ.১৭.	ক) সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সই ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসার সাথে সাথে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলিকদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া হইবে এবং এই লক্ষ্যে সময়-সীমা নির্ধারণ করা হইবে। আইন-শৃঙ্খলা অবনতির ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজে দেশের সকল এলাকার ন্যায় প্রয়োজনীয় যথাযথ আইন ও বিধি অনুসরণে বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীনে সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন বা সময় অনুযায়ী সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক পরিষদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করিতে পারিবেন।	**আংশিক বাস্তবায়িত**। এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	**অবাস্তবায়িত**। চুক্তি স্বাক্ষরের পর ১৯৯৭-১৯৯৯ সালে পাঁচ শতাধিক ক্যাম্পের মধ্যে মাত্র ৭০টি অস্থায়ী ক্যাম্প এবং ২০০৯-২০১৩ সালের মেয়াদকালে ৩৫টি অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে প্রত্যাহৃত অনেক অস্থায়ী ক্যাম্প পুনর্বহাল করা হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারী কালে কমপক্ষে ২০টি ক্যাম্প পুনঃস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ২০২৩ ও ২০২৪ সালে বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি, রুমা ও থানচি উপজেলায় সেনাবাহিনীর ১৬টি ও বিজিবির ১টি নতুন অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। চুক্তির এ বিধান অনুযায়ী অস্থায়ী ক্যাম্পসমূহ স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া বিষয়ে কোন সময়-সীমা আজ অবধি নির্ধারিত হয়নি। সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিডিআর বর্তমানে বিজিবি) ও ৬টি স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলিকদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত প্রায় চার শতাধিক সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর অন্যান্য অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেয়া হয়নি। অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারের কার্যক্রম বর্তমানে সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। উল্লেখ্য, পূর্বের 'অপারেশন দাবানল' এর পরিবর্তে ১ সেপ্টেম্বর ২০০১ হতে সরকার কর্তৃক একতরফাভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে 'অপারেশন উত্তরণ' জারি করা হয়। এই 'অপারেশন উত্তরণ'-এর বদৌলতে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনিক, আইন-শৃঙ্খলা, উন্নয়নসহ গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনা কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী ভূমিকা পালন করে চলেছে এবং চুক্তি বাস্তবায়ন ক্ষেত্রেও সময় বিশেষে নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে। চুক্তির এ বিধান অনুযায়ী অস্থায়ী ক্যাম্পসমূহ স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়ার সময়-সীমা নির্ধারণ, পর্যায়ক্রমে অস্থায়ী ক্যাম্পসমূহ প্রত্যাহার ও অপারেশন উত্তরণ আদেশ তুলে নেওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যদিকে সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারের পরিবর্তে ১৩ এপ্রিল ২০২২ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার্স থেকে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির ৫ম বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের' দোহাই দিয়ে "সেনাবাহিনীর প্রত্যাহারকৃত ২৪০টি ক্যাম্পে পর্যায়ক্রমে পুলিশ মোতায়েন করা হবে" মর্মে এক নির্দেশনা জারি করা হয়। "প্রাথমিকভাবে ৩০টি ক্যাম্পে পুলিশ মোতায়েন করা হবে" বলে ঐ নির্দেশনায় উল্লেখ করা হয়। বস্তুত প্রত্যাহৃত সেনা ক্যাম্পের জায়গায় এপিবিএন ক্যাম্প স্থাপন করার উদ্যোগ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সরাসরি লঙ্ঘন।
	খ) সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হইবে।	**আংশিক বাস্তবায়িত**। এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	**আংশিক বাস্তবায়িত**। প্রত্যাহারকৃত কিছু ক্যাম্পের পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। কোন কোন অস্থায়ী ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ জায়গা-জমি পরিত্যাগ করলেও প্রকৃত মালিকের নিকট পরিত্যক্ত জায়গা-জমি হস্তান্তর করেনি। এসব পরিত্যক্ত জায়গায় সেনাবাহিনী নতুন করে ক্যাম্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অধিকাংশ অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহৃত না হওয়ায় এখনো পাহাড়িদের অনেক জমি সেনা ক্যাম্পের দখলে রয়েছে।

	চুক্তির বিষয়	বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের সর্বশেষ বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
ঘ. পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী			
			পার্বত্য চুক্তির এসব ধারা অনুযায়ী প্রত্যাহৃত ক্যাম্পের পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিক কিংবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরের পরিবর্তে সরকার উক্ত পরিত্যক্ত জায়গায় এপিবিএন ক্যাম্প স্থাপন করার উদ্যোগ নিয়েছে, যা পার্বত্য চুক্তির সাথে সম্পূর্ণভাবে বিরোধাত্মক ও সাংঘর্ষিক।
ঘ.১৮.	পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারি, আধা-সরকারি, পরিষদীয় ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণির কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ করা হইবে। তবে কোন পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি না থাকিলে সরকার হইতে প্রেষণে অথবা নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে উক্ত পদে নিয়োগ করা যাইবে।	**বাস্তবায়িত।** এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	**আংশিক বাস্তবায়িত।** এ বিধান যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে না। চুক্তির এ বিধান কার্যকর করার জন্য আঞ্চলিক পরিষদ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের (বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়) নিকট সুপারিশ পেশ করে। কিন্তু তা কার্যকর করা হয়নি। এ প্রেক্ষিতে ২২ অক্টোবর ২০০০ সংস্থাপন মন্ত্রণালয় বিষয়টি কার্যকর করার জন্য অনুকুল পরামর্শ প্রদান করে এবং উক্ত পরামর্শ মোতাবেক ২৫-০৮-২০০২ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় চুক্তির এ বিধানটি সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিধিমালা/নিয়োগ প্রবিধানমালায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ও সংস্থার নিকট পত্র প্রেরণ করে। এতে কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি।
ঘ.১৯.	উপজাতীয়দের মধ্য হইতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করিবার জন্য নিম্নে বর্ণিত উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হইবে। ১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী; ২) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, আঞ্চলিক পরিষদ; ৩) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ; ৪) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ; ৫) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ; ৬) সাংসদ, রাঙ্গামাটি; ৭) সাংসদ, খাগড়াছড়ি; ৮) সাংসদ, বান্দরবান; ৯) চাকমা রাজা; ১০) বোমাং রাজা; ১১) মং রাজা; ১২) তিন পার্বত্য জেলা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত পার্বত্য এলাকার স্থায়ী অধিবাসী তিনজন অউপজাতীয় সদস্য।	**বাস্তবায়িত।** চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে একজন উপজাতীয়কে প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা করার জন্য ১২ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি রয়েছে।	**বাস্তবায়িত।** সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মবন্টন বা Allocation of Business 1996 সংশোধিত না হওয়ায় উক্ত মন্ত্রণালয়সমূহ এখনো পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত বিষয়াদি পূর্বেকার মতো সম্পাদন করে চলেছে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় যথাযথভাবে কার্যকর হয়ে উঠতে পারেনি। এ বিধান যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মবন্টন বা Allocation of Business ১৯৯৬ সংশোধন করা বাঞ্ছনীয়। মন্ত্রণালয়ের অধিকাংশ কর্মকর্তা-কর্মচারী পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী নয়। তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক বিষয়ে সংবেদনশীল নয়। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন কার্যকরকরণসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়া বর্তমানে উপদেষ্টা কমিটির কোন বৈঠক ডাকা হয় না। বস্তুত উপদেষ্টা কমিটি নামে মাত্র রয়েছে বলে বিবেচনা করা যায়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সহিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চুক্তি

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রাখিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া তরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসিদের পক্ষ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নিম্নে বর্ণিত চারি খন্ড (ক, খ, গ, ঘ) সম্বলিত চুক্তিতে উপনীত হইলেন ঃ

ক) সাধারণ

১। উভয়পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করিয়া এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন ;

২। উভয়পক্ষ এই চুক্তির আওতায় যথাশীঘ্র ইহার বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐক্যমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতি সমূহ প্রনয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন আইন মোতাবেক করা হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত করিয়াছেন ;

৩। এই চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষন করিবার লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হইবে ;

(ক)	প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য	ঃ	আহ্বায়ক
(খ)	এই চুক্তির আওতায় গঠিত টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান	ঃ	সদস্য
(গ)	পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি	ঃ	সদস্য

৪। এই চুক্তি উভয়পক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত ও সহি করিবার তারিখ হইতে বলবৎ হইবে। বলবৎ হইবার তারিখ হইতে এই চুক্তি অনুযায়ী উভয় পক্ষ হইতে সম্পাদনীয় সকল পদক্ষেপ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ থাকিবে।

পাতা-১

খ) পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদ

উভয়পক্ষ এই চুক্তি বলবৎ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯) এবং এর বিভিন্ন ধারা সমূহের নিম্নে বর্ণিত পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোপন করার বিষয়ে ও লক্ষ্যে একমত হইয়াছেনঃ

১। পরিষদের আইনে বিভিন্ন ধারায় ব্যবহৃত "উপজাতি" শব্দটি বলবৎ থাকিবে।

২। "পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ" এর নাম সংশোধন করিয়া তদ্পরিবর্তে এই পরিষদ "পার্বত্য জেলা পরিষদ" নামে অভিহিত হইবে।

৩। "অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা" বলিতে যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যাহার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণতঃ বসবাস করেন তাহাকে বুঝাইবে।

৪। ক) প্রতিটি পার্বত্য জেলা পরিষদে মহিলাদের জন্য ৩ (তিন) টি আসন থাকিবে। এইসব আসনের এক তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয়দের জন্য হইবে।

খ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা ১,২,৩ ও ৪ - মূল আইন মোতাবেক বলবৎ থাকিবে।

গ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৫) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "ডেপুটি কমিশনার" এবং "ডেপুটি কমিশনারের" শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে "সার্কেল চীফ" এবং "সার্কেল চীফের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

ঘ) ৪ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হইবে-"কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় কিনা এবং হইলে তিনি কোন সম্প্রদায়ের সদস্য তাহা সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের চীফ স্থির করিবেন এবং এতদ্সম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় হিসাবে কোন অ-উপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না"।

৫। ৭ নম্বর ধারায় বর্ণিত আছে যে, চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য পদে নির্বাচিত ব্যক্তি তাঁহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন। ইহা সংশোধন করিয়া "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার" - এর পরিবর্তে "হাই কোর্ট ডিভিশনের কোন বিচারপতি" কর্তৃক সদস্যরা শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন- অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে।

পাতা-২

৬। ৮ নম্বর ধারার চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট" শব্দগুলির পরিবর্তে "নির্বাচন বিধি অনুসারে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

৭। ১০ নম্বর ধারার দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত 'তিন বৎসর" শব্দগুলির পরিবর্তে "পাঁচ বৎসর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

৮। ১৪ নম্বর ধারায় চেয়ারম্যানের পদ কোন কারনে শূন্য হইলে বা তাহার অনুপস্থিতিতে পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।

৯। বিদ্যমান ১৭নং ধারা নিম্নে উল্লেখিত বাক্যগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে ঃ আইনের আওতায় কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভূক্ত হওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবেন যদি তিনি (১) বাংলাদেশের নাগরিক হন; (২) তাহার বয়স ১৮ বৎসরের কম না হয়; (৩) কোন উপযুক্ত আদালত তাহাকে মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষনা না করিয়া থাকেন; (৪) তিনি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন।

১০। ২০ নম্বর ধারার (২) উপ-ধারায় "নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ" শব্দগুলি স্বতন্ত্রভাবে সংযোজন করা হইবে।

১১। ২৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এ পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান এবং তাহার অনুপস্থিতিতে অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।

১২। যেহেতু খাগড়ছড়ি জেলার সমস্ত অঞ্চল মং সার্কেলের অন্তর্ভূক্ত নহে, সেহেতু খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার আইনে ২৬ নম্বর ধারায় বর্ণিত "খাগড়াছড়ি মং চীফ" এর পরিবর্তে "মং সার্কেলের চীফ এবং চাকমা সার্কেলের চীফ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে। অনুরূপভাবে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সার্কেলের চীফেরও উপস্থিত থাকার সুযোগ রাখা হইবে। একইভাবে বান্দরবান জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সার্কেলের চীফ ইচ্ছা করিলে বা আমন্ত্রিত হইলে পরিষদের সভায় যোগদান করিতে পারিবেন বলিয়া বিধান রাখা হইবে।

১৩। ৩১ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) ও উপ-ধারা (২) এ পরিষদে সরকারের উপ-সচিব সমতুল্য একজন মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব হিসাবে থাকিবেন এবং এই পদে উপজাতীয় কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

১৪। ক) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এ পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে পরিষদ সরকারের অনুমোদনক্রমে, বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

খ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে প্রণয়ন করা হইবেঃ "পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাঁহাদেরকে বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত,

পাতা-৩

বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে"।

গ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ পরিষদের অন্যান্য পদে সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এই সকল কর্মকর্তাকে সরকার অন্যত্র বদলী, সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারন অথবা অন্যকোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

১৫। ৩৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লেখ থাকিবে।

১৬। ৩৬ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এর তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন প্রকারে" শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

১৭। ক) ৩৭ নম্বর ধারার (১) উপ-ধারার চতুর্থতঃ এর মূল আইন বলবৎ থাকিবে।

খ) ৩৭ নম্বর ধারার (২) উপধারা (ঘ)তে বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লেখিত হইবে।

১৮। ৩৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) বাতিল করা হইবে এবং উপ-ধারা (৪) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ কোন অর্থ-বৎসর শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময় সেই অর্থ-বৎসরের জন্য, প্রয়োজন হইলে, একটি বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করা যাইবে।

১৯। ৪২ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হইবে ঃ পরিষদ সরকার হইতে প্রাপ্য অর্থে হস্তান্তরিত বিষয় সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে, এবং জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করিবে।

২০। ৪৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সরকার" শব্দটির পরিবর্তে "পরিষদ" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২১। ৫০, ৫১ ও ৫২ নম্বর ধারাগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে নিম্নোক্ত ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার প্রয়োজনে পরিষদকে পরামর্শ প্রদান বা অনুশাসন করিতে পারিবে। সরকার যদি নিশ্চিতভাবে এইরূপ প্রমাণ লাভ করিয়া থাকে যে, পরিষদ বা পরিষদের পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজ-কর্ম আইনের সহিত সংগতিপূর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী তাহা হইলে সরকার লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিষদের নিকট হইতে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাহিতে পারিবে এবং পরামর্শ বা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

পাতা-৪

২২। ৫৩ ধারার (৩) উপ-ধারার "বাতিল থাকার মেয়াদ শেষ হইলে" শব্দগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে "এই আইন" শব্দটির পূর্বে "পরিষদ বাতিল হইলে নব্বই দিনের মধ্যে" শব্দগুলি সন্নিবেশ করা হইবে।

২৩। ৬১ নম্বর ধারার তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "সরকারের" শব্দটির পরিবর্তে "মন্ত্রণালয়ের" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২৪। ক) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারাটি প্রণয়ন করা হইবে ঃ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তদ্‌নিম্ন স্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং পরিষদ তাঁহাদের বদলী ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাঁহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে।

খ) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "আপাততঃ বলবৎ অন্য সকল আইনের বিধান সাপেক্ষে" শব্দগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে "যথা আইন ও বিধি অনুযায়ী" শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২৫। ৬৩ নম্বর ধারার তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সহায়তা দান করা" শব্দগুলি বলবৎ থাকিবে।

২৬। ৬৪ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারাটি প্রণয়ন করা হইবে ঃ

ক) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমিসহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

খ) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

পাতা-৫

গ) পরিষদ হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

ঘ) কাপ্তাই হ্রদের জলে ভাসা (Fringe Land) জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদেরকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

২৭। ৬৫ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জেলার ভূমি উন্নয়নকর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে এবং জেলায় আদায়কৃত উক্ত কর পরিষদের তহবিলে থাকিবে।

২৮। ৬৭ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ পরিষদ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার বা পরিষদ নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করিবে এবং পরিষদ ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে কাজের সমন্বয় বিধান করা যাইবে।

২৯। ৬৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পরেও উক্ত বিধি পুনর্বিবেচনার্থে পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট আবেদন করিবার বিশেষ অধিকার থাকিবে।

৩০। ক) ৬৯ ধারার উপ-ধারা (১) এর প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে" শব্দগুলি বিলুপ্ত এবং তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "করিতে পারিবে" এই শব্দগুলির পরে নিম্নোক্ত অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে ঃ তবে শর্ত থাকে যে, প্রণীত প্রবিধানের কোন অংশ সম্পর্কে সরকার যদি মতভিন্নতা পোষণ করে তাহা হইলে সরকার উক্ত প্রবিধান সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিতে বা অনুশাসন করিতে পারিবে।

খ) ৬৯ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর (জ) এ উল্লেখিত "পরিষদের কোন কর্মকর্তাকে চেয়ারম্যানের ক্ষমতা অর্পন"— এই শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

৩১। ৭০ নম্বর ধারা বিলুপ্ত করা হইবে।

৩২। ৭৯ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কতৃক গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হইলে বা উপজাতীয়দের জন্য আপত্তিকর হইলে পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হওয়ার কারণ ব্যক্ত করিয়া আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করিবার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করিতে পারিবে এবং সরকার এই আবেদন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

পাতা-৬

৩৩। ক) প্রথম তফসিলে বর্ণিত পরিষদের কার্যাবলীর ১ নম্বরে "শৃঙ্খলা" শব্দটির পরে "তত্ত্বাবধান" শব্দটি সন্নিবেশ করা হইবে।

খ) পরিষদের কার্যাবলীর ৩ নম্বরে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সংযোজন করা হইবে ঃ (১) বৃত্তিমূলক শিক্ষা, (২) মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা, (৩) মাধ্যমিক শিক্ষা।

গ) প্রথম তফসিলে পরিষদের কার্যাবলীর ৬(খ) উপ-ধারায় "সংরক্ষিত বা" শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

৩৪। পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্য ও দায়িত্বাদির মধ্যে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়াবলি অন্তর্ভূক্ত হইবে ঃ

ক) ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা;

খ) পুলিশ (স্থানীয়);

গ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার;

ঘ) যুব কল্যাণ;

ঙ) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;

চ) স্থানীয় পর্যটন;

ছ) পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতিত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান;

জ) স্থানীয় শিল্প-বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান;

ঝ) কাপ্তাই হ্রদের জলসম্পদ ব্যতিত অন্যান্য নদী-নালা, খাল-বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা;

ঞ) জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ;

ট) মহাজনী কারবার;

ঠ) জুম চাষ।

৩৫। দ্বিতীয় তফশীলে বিবৃত পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় কর, রেইট, টোল এবং ফিস এর মধ্যে নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্র ও উৎসাদি অন্তর্ভূক্ত হইবে ঃ

ক) অযান্ত্রিক যানবাহনের রেজিষ্ট্রেশন ফি;

খ) পন্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর;

গ) ভূমি ও দালান-কোঠার উপর হোল্ডিং কর;

ঘ) গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের উপর কর;

ঙ) সামাজিক বিচারের ফিস;

পাতা-৭

চ) সরকারী ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর হোল্ডিং কর;

ছ) বনজ সম্পদের উপর রয়্যালটির অংশ বিশেষ;

জ) সিনেমা, যাত্রা, সার্কাস ইত্যাদির উপর সম্পূরক কর;

ঝ) খনিজ সম্পদ অন্বেষন বা নিষ্কর্ষনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুজ্ঞা পত্র বা পাট্টা সমূহ সূত্রে প্রাপ্ত রয়্যালটির অংশবিশেষ;

ঞ) ব্যবসার উপর কর;

ট) লটারীর উপর কর;

ঠ) মৎস্য ধরার উপর কর।

গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

১। পার্বত্য জেলা পরিষদ সমূহ অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করিবার লক্ষ্যে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ইং (১৯৮৯ সনের ১৯, ২০ ও ২১ নং আইন) এর বিভিন্ন ধারা সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হইবে।

২। পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে এই পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন যাহার পদমর্যাদা হইবে একজন প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ এবং তিনি অবশ্যই উপজাতীয় হইবেন।

৩। চেয়ারম্যান সহ পরিষদ ২২ (বাইশ) জন সদস্য লইয়া গঠন করা হইবে। পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্য উপজাতীয়দের মধ্যে হইতে নির্বাচিত হইবে। পরিষদ ইহার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।

পরিষদের গঠন নিম্নরূপ হইবে ঃ

চেয়ারম্যান	১ জন
সদস্য উপজাতীয়	১২ জন
সদস্য উপজাতীয় (মহিলা)	২ জন
সদস্য অ-উপজাতীয়	৬ জন
সদস্য অ-উপজাতীয় (মহিলা)	১ জন

উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্যে ৫জন নির্বাচিত হইবেন চাকমা উপজাতি হইতে, ৩জন মার্মা উপজাতি হইতে, ২জন ত্রিপুরা উপজাতি হইতে, ১জন মুরং ও তনচৈঙ্গ্যা উপজাতি হইতে এবং ১জন লুসাই, বোম, পাংখো, খুমী, চাক ও খিয়াং উপজাতি হইতে।

পাতা-৮

অ-উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্যে হইতে প্রত্যেক জেলা হইতে ২জন করিয়া নির্বাচিত হইবেন।

উপজাতীয় মহিলা সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকমা উপজাতি হইতে ১জন এবং অন্যান্য উপজাতি হইতে ১জন নির্বাচিত হইবেন।

৪। পরিষদের মহিলাদের জন্য ৩ (তিন) টি আসন সংরক্ষিত রাখা হইবে। এক তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয় হইবে।

৫। পরিষদের সদস্যগণ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইবেন। তিন পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যানগণ পদাধিকারবলে পরিষদের সদস্য হইবেন এবং তাহাদের ভোটাধিকার থাকিবে। পরিষদের সদস্য প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার অনুরূপ হইবে।

৬। পরিষদের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বৎসর হইবে। পরিষদের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন, পরিষদ বাতিল করণ, পরিষদের বিধি প্রণয়ন, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পদ্ধতি পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুকূলে প্রদত্ত ও প্রযোজ্য বিষয় ও পদ্ধতির অনুরূপ হইবে।

৭। পরিষদে সরকারের যুগ্ম সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহি কর্মকর্তা থাকিবেন এবং এই পদে নিয়ুক্তির জন্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

৮। ক) যদি পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হয় তাহা হইলে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য পরিষদের অন্যান্য উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্যে হইতে একজন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন।

খ) পরিষদের কোন সদস্যপদ যদি কোন কারণে শূন্য হয় তবে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে তাহা পূরণ করা হইবে।

৯। ক) পরিষদ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয় সাধন করা সহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে। ইহা ছাড়া অর্পিত বিষয়াদির দায়িত্ব পালনে তিন জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব কিংবা কোনরূপ অসংগতি পরিলক্ষিত হইলে আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলিয়া পরিগনিত হইবে।

খ) এই পরিষদ পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদ সমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে।

গ) তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করিতে পারিবে।

ঘ) পরিষদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা সহ এনজিও'দের কার্যাবলী সমন্বয় সাধন করিতে পারিবে।

ঙ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভুক্ত থাকিবে।

চ) পরিষদ ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবে।

১০। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবে। উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার যোগ্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন।

১১। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও অধ্যাদেশের সাথে ১৯৮৯ সনের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের যদি কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হয় তবে আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে সেই অসংগতি আইনের মাধ্যমে দূর করা হইবে।

১২। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করিয়া তাহার উপর পরিষদের প্রদেয় দায়িত্ব দিতে পারিবেন।

১৩। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে গেলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও ইহার পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করিবেন। তিনটি পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও উপজাতীয় জনগণের কল্যাণের পথে বিরূপ ফল হইতে পারে এইরূপ আইনের পরিবর্তন বা নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পরিষদ সরকারের নিকট আবেদন অথবা সুপারিশমালা পেশ করিতে পারিবেন।

১৪। নিম্নোক্ত উৎস হইতে পরিষদের তহবিল গঠন হইবে ঃ

ক) জেলা পরিষদের তহবিল হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

খ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত অর্থ বা মুনাফা;

গ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ঋণ ও অনুদান;

ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

ঙ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হইতে মুনাফা;

চ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত যেকোন অর্থ;

ছ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

ঘ) পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমাপ্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা পুনস্থাপন এবং এই লক্ষ্যে পূনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমাপ্রদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কার্য এবং বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ নিম্নে বর্ণিত অবস্থানে পৌছিয়াছেন এবং কার্যক্রম গ্রহণে একমত হইয়াছেন ঃ

১। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থানরত উপজাতীয় শরণার্থীদের দেশে ফিরাইয়া আনার লক্ষ্যে সরকার ও উপজাতীয় শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ০৯ই মার্চ '৯৭ইং তারিখে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী ২৮শে মার্চ '৯৭ইং হইতে উপজাতীয় শরণার্থীগণ দেশে প্রত্যাবর্তন শুরু করেন। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকিবে এবং এই লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির পক্ষ হইতে সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা প্রদান করা হইবে। তিন পার্বত্য জেলার আভ্যন্তরিন উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্ট করণ করিয়া একটি টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

২। সরকার ও জন সংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন এবং উপজাতীয় শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পর সরকার এই চুক্তি অনুযায়ী গঠিতব্য আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে যথাশীঘ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপ কাজ শুরু এবং যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তি করতঃ উপজাতীয় জনগণের ভূমি মালিকানা চূড়ান্ত করিয়া তাহাদের ভূমি রেকর্ডভূক্ত ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত করিবেন।

৩। সরকার ভূমিহীন বা দুই একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করিতে পরিবার প্রতি দুই একর জমি স্থানীয় এলাকায় জমির লভ্যতা সাপেক্ষে বন্দোবস্ত দেওয়া নিশ্চিত করিবেন। যদি প্রয়োজন মত জমি পাওয়া না যায় তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে টিলা জমির (গ্রোভল্যান্ড) ব্যবস্থা করা হইবে।

৪। জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিস্পত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠিত হইবে। পুনর্বাসিত শরণার্থীদের জমি-জমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিস্পত্তি করা ছাড়াও এযাবৎ যেইসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হইয়াছে সেই সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিলকরণের পূর্ণ ক্ষমতা এই কমিশনের থাকিবে। এই কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল চলিবে না এবং এই কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। ফ্রীঞ্জল্যান্ড (জলেভাসা জমি) এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে।

৫। এই কমিশন নিম্নোক্ত সদস্যদের লইয়া গঠন করা হইবে ঃ

ক) অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি;
খ) সার্কেল চীফ (সংশ্লিষ্ট);
গ) আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি;
ঘ) বিভাগীয় কমিশনার/অতিরিক্ত কমিশনার;
ঙ) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট)।

৬। ক) কমিশনের মেয়াদ তিন বৎসর হইবে। তবে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে ইহার মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাইবে।

খ) কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধ নিস্পত্তি করিবেন।

৭। যে উপজাতীয় শরণার্থীরা সরকারের সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন অথচ বিবাদমান পরিস্থিতির কারণে ঋণকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারেন নাই সেই ঋণ সুদ সহ মওকুফ করা হইবে।

৮। রাবার চাষের ও অন্যান্য জমি বরাদ্দ ঃ যেসকল অ-উপজাতীয় ও অ-স্থানীয় ব্যক্তিদের রাবার বা অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে যাহারা গত দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেন নাই বা জমি সঠিক ব্যবহার করেন নাই সেসকল জমির বন্দোবস্ত বাতিল করা হইবে।

৯। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করিবেন। এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরী করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করিবেন। এবং সরকার এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করিবেন। সরকার এই অঞ্চলে পরিবেশ বিবেচনায় রাখিয়া দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের জন্য পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নে উৎসাহ যোগাইবেন।

১০। কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান ঃ চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত সরকার উপজাতীয়দের জন্য সরকারী চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখিবেন। উপরোক্ত লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য সরকার অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করিবেন। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদান করিবেন।

১১। উপজাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার জন্য সরকার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সচেষ্ট থাকিবেন। সরকার উপজাতীয় সংস্কৃতির কর্মকান্ডকে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পৃষ্টপোষকতা ও সহায়তা করিবেন।

১২। জনসংহতি সমিতি ইহার সশস্ত্র সদস্যসহ সকল সদস্যের তালিকা এবং ইহার আয়ত্ত্বাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন অস্ত্র ও গোলাবারুদের বিবরণী এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।

১৩। সরকার ও জনসংহতি সমিতি যৌথভাবে এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে অস্ত্র জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করিবেন। জনসংহতি সমিতির তালিকাভূক্ত সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমাদানের জন্য দিন তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করার পর তালিকা অনুযায়ী জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের

পরিবারবর্গের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের জন্য সব রকমের নিরাপত্তা প্রদান করা হইবে।

১৪। নির্ধারিত তারিখে যে সকল সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিবেন সরকার তাহাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষনা করিবেন। যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা আছে সরকার ঐ সকল মামলা প্রত্যাহার করিয়া নিবেন।

১৫। নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে কেহ অস্ত্র জমা দিতে ব্যর্থ হইলে সরকার তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিবেন।

১৬। জনসংহতি সমিতির সকল সদস্য স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর তাহাদেরকে এবং জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপের সাথে জড়িত স্থায়ী বাসিন্দাদেরকেও সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হইবে।

ক) জনসংহতি সমিতির প্রত্যাবর্তনকারী সকল সদস্যকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পরিবার প্রতি এককালীন ৫০,০০০/= টাকা প্রদান করা হইবে।

খ) জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা, হুলিয়া জারি অথবা অনুপস্থিতিকালীন সময়ে বিচারে শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে, অস্ত্রসমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাহাদের বিরুদ্ধে সকল মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা এবং হুলিয়া প্রত্যাহার করা হইবে এবং অনুপস্থিত কালীন সময়ে প্রদত্ত সাজা মওকুফ করা হইবে। জনসংহতি সমিতির কোন সদস্য জেলে আটক থাকিলে তাহাকেও মুক্তি দেওয়া হইবে।

গ) অনুরূপভাবে অস্ত্র সমর্পন ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর কেবলমাত্র জনসংহতি সমিতির সদস্য ছিলেন কারনে কাহারো বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা শাস্তি প্রদান বা গ্রেফতার করা যাইবে না।

ঘ) জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য সরকারের বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু বিবাদমান পরিস্থিতির জন্য গৃহীত ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারেন নাই তাহাদের উক্ত ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।

ঙ) প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মধ্যে যাহারা পূর্বে সরকার বা সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত ছিলেন তাহাদেরকে স্ব স্ব পদে পুনর্বহাল করা হইবে এবং জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারের সদস্যদের যোগ্যতা অনুসারে চাকুরীতে নিয়োগ করা হইবে। এইক্ষেত্রে তাহাদের বয়স শিথিল সংক্রান্ত সরকারী নীতিমালা অনুসরণ করা হইবে।

চ) জনসংহতি সমিতির সদস্যদের কুটির শিল্প ও ফলের বাগান প্রভৃতি আত্মকর্মসংস্থান মূলক কাজের সহায়তার জন্য সহজশর্তে ব্যাংক ঋণ গ্রহণের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।

পাতা-১৩

ছ) জনসংহতি সমিতির সদস্যগণের ছেলেমেয়েদের পড়া শুনার সুযোগসুবিধা প্রদান করা হইবে এবং তাহাদের বৈদেশিক বোর্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট বৈধ বলিয়া গণ্য করা হইবে।

১৭। ক) সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সই ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসার সাথে সাথে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলীকদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতিত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া হইবে এবং এই লক্ষ্যে সময় সীমা নির্ধারণ করা হইবে। আইন-শৃঙ্খলা অবনতির ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজে দেশের সকল এলাকার ন্যায় প্রয়োজনীয় যথাযথ আইন ও বিধি অনুসরনে বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীনে সেনা বাহিনীকে নিয়োগ করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন বা সময় অনুযায়ী সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক পরিষদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

খ) সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হইবে।

১৮। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ করা হইবে। তবে কোন পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি না থাকিলে সরকার হইতে প্রেষণে অথবা নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে উক্ত পদে নিয়োগ করা যাইবে।

১৯। উপজাতীয়দের মধ্য হইতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করিবার জন্য নিম্নে বর্ণিত উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হইবে।

১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী

২) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, আঞ্চলিক পরিষদ

৩) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ

৪) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

৫) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ

৬) সাংসদ, রাঙ্গামাটি

৭) সাংসদ, খাগড়াছড়ি

৮) সাংসদ, বান্দরবান

৯) চাকমা রাজা

১০) বোমাং রাজা

১১) মং রাজা।

১২) তিন পার্বত্য জেলা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত পার্বত্য এলাকার স্থায়ী অধিবাসী তিন জন অ-উপজাতীয় সদস্য।

এই চুক্তি উপরোক্তভাবে বাংলাভাষায় প্রণীত এবং ঢাকায় ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৪০৪ সাল মোতাবেক ০২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ ইং তারিখে সম্পাদিত ও সইকৃত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে

(আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্)
আহ্বায়ক
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি
বাংলাদেশ সরকার

পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসিদের পক্ষে

(জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা)
সভাপতি
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

পাতা-১৫

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে ॥ ২ ডিসেম্বর ২০২৫
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক ২ ডিসেম্বর ২০২৫
জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত।